বাংলাদেশ বিষয়াবলি

অধ্যায়- ১

মুক্তিবার্তা

বীরপ্রতীক কাঁকন বিবি	বীরপ্রতীক তারামন বিবি	আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল
'মুক্তি বেটি' নামে পরিচিত জন্মস্থান- সুনামগঞ্জ সম্প্রদায় খাসিয়া যুদ্ধক্ষেত্র ৫ নম্বর সেক্টর মৃত্যু ২১ মার্চ ২০১৮	জন্ম- ১৯৫৭ সাল জন্মস্থান- কুড়িগ্রাম যুদ্ধক্ষেত্র ১১ নং সেক্টর মৃত্যু ১ ডিসেম্বর ২০১৮ মুক্তিযুদ্ধ দিবস	সংগীত পরিচালক, গীতিকার ও সুরকার মাত্র সাড়ে ১৪ বছর বয়সে মুক্তিযুদ্ধ করেন যুদ্ধক্ষেত্র ২ নম্বর সেক্টর (ক্রাক প্লাটুন) মৃত্যু ২২ জানুয়ারি ২০১৯

মনে রাখা ভাল

- তারামন বিবিকে নিয়ে রচিত গ্রন্থ 'বীর প্রতীকের খোঁজে' (রচয়িতা আনিসুল হক)
- ২০১৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর সরকার বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

নতুন ভাস্কর্য ও ম্যুরাল

স্মৃতি ৭১	**পতাকা ৭১**
অবস্থান: চট্টগ্রাম ভাস্কর: সৈয়দ সাইফুল কবীর	অবস্থান- মুন্সিগঞ্জ ভাস্কর: ইমরান হোসেন ও রূপম রায় দেশের প্রথম পতাকা ভাস্কর্য
অনুপ্রেরণা ১৯ অবস্থান- সার্কিট হাউজ, গাজীপুর ভাস্কর: মুহম্মদ আরিফুজ্জামান নূরনবী	**অঙ্গীকার** অবস্থান: পুলিশ লাইন, নরসিংদী ভাস্কর: ফণী দাস
বীর অবস্থান- নিকুঞ্জ গেট, ঢাকা ভাস্কর: হাজ্জাজ কায়সার	**বীর গৌরব** অবস্থান: রাজশাহী সেনানিবাস
জয় বাংলা অবস্থান : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ভাস্কর্য: সৈয়দ মোহাম্মদ সোহরাব জাহান চবিতে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম ভাস্কর্য	প্রবাহমান ৭১ অবস্থান: মাদারীপুর

কতিপয় জাতীয় দিবস

১. গণহত্যা দিবস ২৫ মার্চ (স্বীকৃতি প্রদান: ১১ মার্চ ২০১৭)।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রমনায় অবস্থিত রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) অনুষ্ঠিত জনসভায় বিকাল ৩ ঘটিকারয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৪ দফা

দাবী পেশ করেন।

- বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে 'মেমোরী অব দ্য ওয়ার্ল্ড' ঘোষণা করে ইউনেস্কো (৩০ অক্টোবর ২০১৭)
- বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি জ্যাকব এফ ফিল্ডের এর We shall Fight on the Beaches : The Speeches That Inspired History তে স্থান পেয়েছে।
- সম্প্রতি ৭ মার্চ ভবন উদ্বোধন করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

মনে রাখা ভাল

- বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হবে- ১৭ মার্চ ২০২০।
- মুজিব বর্ষ পালিত হবে- ২০২০-২১ সালে।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতার সবর্ণজয়ন্তী পালিত হবে- ২৬ মার্চ ২০২১।
- সম্প্রতি ২৬ মার্চকে 'বাংলাদেশ দিবস' ঘোষণা করা হয়েছে- ওয়াশিংটন ডিসি এবং অটোয়ায়।

অধ্যায়-২

বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ

শস্য উৎপাদন এবং বহুমুখীকরণ

নতুন জাত উদ্ভাবন

- ব্রাক উদ্ভাবিত হাইব্রিড ভুট্টা- উত্তরণ।

খাদ্য উৎপাদন এবং ব্যবস্থাপনা

- দেশে বর্তমানে নিবন্ধিত চা বাগান রয়েছে- ১৬৬টি।
- পাটজাত মোড়কের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে- ৩টি পণ্যে (ধান, চাল, গম, ভুট্টা, চিনি ও সার)।
- পাটের ব্যবহার বাধ্যতমূলক করা হয়েছে- ১৯টি পণ্য পরিবহনে।
- বাংলাদেশের কৃষিপণ্য রপ্তানি হয়- ১২১টি দেশে।

পানি শোধনাগার

- বাংলাদেশের সবচে বড় পানি শোধনাগার- সায়েদাবাদ।
- বাংলাদেশে পানি শোধনাগার রয়েছে-৪টি।
- শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার অবস্থিত- রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম)।

কৃষি শুমারি

- এ পর্যন্ত বাংলাদেশে কৃষি শুমারি হয়েছে- ৪টি (১৯৭৭, ১৯৮৬, ১৯৯৭, ২০০৮)।
- পঞ্চম কৃষি শুমারি হবে- ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে।
- কৃষি শুমারি পরিচালনা করে- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

বিবিধ তথ্য

- সরকারী উদ্যোগে কৃষি পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে- চুয়াডাঙ্গা।

বাংলাদেশের বনজ সম্পদ

সুন্দরবন

- ➢ সুন্দরবন বাংলাদেশের মোট আয়তনের- ৪.২% এবং সমগ্র বনভূমির প্রায়- ৪৪%।
- ➢ বর্তমানে সুন্দরবনের অভয়ারণ্য ৩টি- হিরণপয়েন্ট, কটকা ও আলকি দ্বীপ
- ➢ ইউনেস্কো কর্তৃক সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে- ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর (৭৯৮তম)।
- ➢ নীলাদ্রি লেক অবস্থিত- টেকেরঘাট, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।
- ➢ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের হিসেবে দেশে বনভূমির পরিমাণ- ১৭.৬২%

বাংলাদেশের মৎস্য ও প্রাণিজ সম্পদ

তথ্য কণিকা

- ➢ বাংলাদেশের একমাত্র মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র- হালদা নদী
- ➢ বাংলাদেশের জিআই পণ্য- ইলিশ (১ম জামদানি, ৩য় ক্ষীরসাপাতি আম)
- ➢ বর্তমানে দেখে ইলিশের অভয়াশ্রম রয়েছে- ৬টি।

অধ্যায়- ৩

বাংলাদেশের জনসংখ্যা, আদমশুমারি, জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি সংক্রান্ত বিষয়াদি

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও আদমশুমারি

রিপোর্ট-সমীক্ষায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা চিত্র

রিপোর্ট/সমীক্ষা	জনসংখ্যা	বৃদ্ধির হার
আদমশুমারি ২০১১	১৪.৯৭ কোটি	১.৩৭%
অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮	১৬.০৮ কোটি	১.৩৭%
বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট ২০১৮	১৬.৬৪ কোটি	১.১%
মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০১৮	১৬.৪৭ কোটি	১.০%

জনসংখ্যায় বাংলাদেশ....

বিশ্বে: ৮ম এশিয়ার: ৫ম দক্ষিণ এশিয়ায়: ৩য় সার্কভুক্ত দেশে: ৩য় মুসলিম বিশ্বে ৪র্থ

আদমশুমারি বিষয়ক তথ্য

- ➢ অবিভক্ত বাংলায় প্রথম আদমশুমারি হয় ১৮৭২ সালে।
- ➢ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রথম আদমশুমারি হয় ১৯৭৪ সালে।
- ➢ সর্বশেষ (পঞ্চম) আদমশুমারি হয় ২০১১ সালে।
- ➢ আদমশুমারি পরিচালনা করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

রিপোর্ট/সমীক্ষা	জনসংখ্যা (কোটিতে)	জনসংখ্যার ঘনত্ব	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	নারী-পুরষের অনুপাত	সাক্ষরতার হার	গড় আয়ু
আদমশুমারি ২০১১	১৪.৯৮	১০১৫ জন	১.৩৭%	১০০ : ১০০.৩	৫১.৮%	৬৯ বছর
অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮	১৬.০৮	১০৯০ জন	১.৩৭%	১০০ : ১০০.৩	৭১%	৭১.৬ বছর

ক. মানব উন্নয়ন সূচক প্রকাশ করে ইউএনডিপি খ. মানবসম্পদ সূচক প্রকাশ করে বিশ্বব্যাংক

তথ্য কণিকা

- ➢ পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ অনুযায়ী, আদমশুমারির নতুন নাম হবে জনশুমারি।

বাংলাদেশের জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি

তথ্য কণিকা

- ➢ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী- মোট জনসংখ্যার ১.১০% [সূত্র: আদমশুমারি ২০১১]

মনে রাখা ভাল

- ➢ রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে অবস্থিত।
- ➢ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২।
- ➢ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি করা হয় ১৯৯২ সালে।
- ➢ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় ১ মার্চ ১৯৮১।

ডাকসু নির্বাচন ২০১৯

- ➢ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সভাপতি- ঢাবি উপাচার্য
- ➢ ২০১৯ সালের ডাকসু নির্বাচনটি- ৩৭তম (স্বাধীনতার পর ৮ম)
- ➢ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে।
- ➢ ডাকসু'র প্রথম সহ-সভাপতি (ভিপি)- মমতাজ উদ্দীন আহমেদ।

মনে রাখা ভাল:

- ➢ বর্তমানে শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে) —— ২৮ জন [সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮]

নতুন তিন জাতীয় অধ্যাপক

- ➢ জাতীয় অধ্যাপক নিয়োগ দেয়া হয়- পাঁচ বছর মেয়াদে।
- ➢ জাতীয় অধ্যাপক সম্মাননা দেয়া হচ্ছে- ১৯৭৫ সাল থেকে।
- ➢ বর্তমানে দেশে জাতীয় অধ্যাপকের সংখ্যা- ২৬ জন।

উপজাতি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক দুই ভাই কানু ও সিদু
চাকমা বিদ্রোহের নায়ক জান বকস খাঁ।'

অধ্যায়- ৪

বাংলাদেশের অর্থনীতি

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রেক্ষিত ও পঞ্চবার্ষিকী

তথ্য কণিকা

- ৫ বছর মেয়াদী (পঞ্চবার্ষিক) অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে- পরিকল্পনা কমিশন।
- বাংলাদেশে প্রথম যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন গঠিত হয়- ১৯৮২ সালে।
- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের প্রধান সমন্বয়কারী- বিশ্বব্যাংক।
- বর্তমানে দেশে সেবা খাত রয়েছে- ২১টি।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাবে.....

প্রশ্ন	উত্তর
১. বর্তমানে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার কত?	উ: ৭.৮৬%
২. বর্তমানে জিডিপির আঁকার কত?	উ: ২২,৫০৪,৭৯৩ মিলিয়ন টাকা
৩. বর্তমানে মাথাপিছু জাতীয় জিডিপি কত?	উ: ১,৬৭৫ মা.ড.
৪. বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু আয় কত?	উ: ১,৭৫১ মা. ড.
৫. জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান কত?	উ: ১৪.২৩%
৬. জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান কত?	উ: ৩৩.৬৬%
৭. জিডিপিতে সেবা খাতের অবদান কত?	৫২.১১%
৮. বাংলাদেশের জিডিপিতে কোন খাতের অবদান বেশি?	সেবা খাত
৯. জিডিপির প্রধান খাত কোনটি	সেবা খাত

জাতীয় বাজেট ২০১৮-১৯	অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৮
বাজেট ঘোষণা: ৭ জুন ২০১৮	মোট জনসংখ্যা: ১৬ কোটি ৮ লক্ষ
প্রত্যাশিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি: ৭.৮%	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (২০১৬): ১.৩৭%
রোহিঙ্গাদের জন্য বরাদ্দ: ৪০০ কোটি টাকা	

দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি

- বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৪১তম এবং অর্থনীতির দেশ।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

তথ্য কণিকা

- বার্ষিক উন্নয় কর্মসূচি (ADP) প্রণয়ন করে - পরিকল্পনা কমিশন।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে এডিপিতে বরাদ্দ- ১,৭৩,০০০ কোটি টাকা।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে এডিপিতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ- পরিবহন খাতে।

সরকারের রাজস্বনীতি

তথ্য কণিকা

- বর্তমানে ভ্যাটের স্তর- ৫টি (পূর্বে ছিল ৯টি)।

দারিদ্র্য বিমোচন

তথ্য কণিকা

- বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু রয়েছে- ১৪৫টি।
- একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পটি প্রথম চালু হয়- ১৯৯৮ সালে।

অধ্যায়- ৫

বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য

শিল্প উৎপাদন, পণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণ

বাংলাদেশের শিল্পে যা কিছু প্রথম

- দেশে তৈরী প্রথম যাত্রীবাহী জাহাজ- এম ভি বাঙ্গালী (যাত্রা শুরু- ২৯ মার্চ ২০১৪)।

মনে রাখা ভাল

- দেশের প্রথম ভাসমান তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস টার্মিনাল (LNG) অবস্থিত- মহেশখালী, কক্সবাজার।
- বর্তমানে দেশের একমাত্র চামড়া শিল্পনগরী- ঢাকায় অবস্থিত।
- নতুন দুটি চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন করা হচ্ছে- চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে।

আমদানি-রপ্তানি

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে- ৫.৮১% [সূত্রঃ বেপজা]।
- নতুন রপ্তানি নীতিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত- ১৫টি (পূর্বে ছিল ১২টি)।
- বাংলাদেশের কৃষিপণ্য রপ্তানি হয় বিশ্বের - ১২১টি দেশে।
- বাংলাদেশ টাকার অংকে সবচেয়ে বেশি আমদানি করে- চীন থেকে (দ্বিতীয় ভারত থেকে)।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে- যুক্তরাষ্ট্রে (দ্বিতীয় জার্মানিতে)।
- বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রধান খাত- তৈরি পোশাক।
- অঞ্চল হিসেবে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে- ইউরোপীয় ইউনিয়নে।
- বাংলাদেশের প্রথম রপ্তানি পণ্য- তৈরী পোশাক (২য় নীটওয়্যার, ৩য় চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য)।
- বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে- চীন ও ভারতের।
- বাংলাদেশের সাথে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে- ভারতের।
- বাংলাদেশের জন্য সর্ববৃহৎ দ্বিপাক্ষিক দাতা দেশ- জাপান।
- বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিক সাহায্য ও ঋণ প্রদানকারী দেশ- জাপান।
- বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ঋণ প্রদানকারী সংস্থা- আইডিএ।
- বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে টিকফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ২৫ নভেম্বর ২০১৩।
- বাংলাদেশে সর্বোচ্চ বিনিয়োগকারী দেশ- যুক্তরাষ্ট্র (দ্বিতীয় যুক্তরাজ্য)।
- বাংলাদেশের পণ্য শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার রয়েছে বিশ্বের- ৫২টি দেশে [সূত্রঃ জাতীয় সংসদে বাণিজ্যমন্ত্রী; ৩০ জানুয়ারি ২০১৮]

ইপিজেড ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল

- বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ রয়েছে- ৩৮টি দেশের।
- ইপজেডে চালু শিল্পের মধ্যে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ রয়েছে- তৈরী পোশাক শিল্পে।
- দেশের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক অঞ্চল- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর (মিরসরাই, চট্টগ্রাম)।
- বেসরকারি বে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হচ্ছে- গাজীপুর (১ম)।
- বেসরকারি 'আমান অর্থনৈতিক অঞ্চল' অবস্থিত- সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ (২য়)।
- বেসরকারি 'নাফ ট্যুরিজম পার্ক অর্থনৈতিক অঞ্চল' অবস্থিত- টেকনাফ, কক্সবাজার (৩য়)।
- ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন ২০১৮ অনুযায়ী বিনিয়োগকারীরা এক জায়গা থেকে- ২৭ ধরণের সেবা পাবেন।

গ্যাসক্ষেত্র

- বর্তমানে দেশে গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে- ২৭টি।
- দেশের ২৭তম গ্যাসক্ষেত্র- ভোলা নর্থ।
- বর্তমানে দেশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য মোট ব্লক- ৪৮টি (এর মধ্যে স্থলভাগে ২২টি)।
- বঙ্গোপসাগারে অবস্থিত গ্যাস ব্লক- ২৬টি।

গার্মেন্টস শিল্প ও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের পোশাক খাত

- বর্তমানে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি পরিবেশবান্ধব পোশাক কারখানা (গ্রিন ফ্যাক্টরি) রয়েছে- বাংলাদেশে।
- পরিবেশবান্ধব স্থাপনার শর্ত পরিপালন বিবেচেনায় প্লাটিনাম, গোল্ড ও লিড সনদ দেয়- ইউএসজিবিসি।
- ইউএসজিবিসি'র 'গোল্ড' সনদ অর্জনকারী বাংলাদেশী পোশাক কারখানা- ২০টি।
- ইউএসজিবিসি'র সাধারণ মানের পরিবেশবান্ধব হিসেবে সনদ পাওয়া বাংলাদেশী পোশাক কারখানা- ৭টি।
- সারাবিশ্বে জিনস বা ডেনিম পোশাক তৈরিতে শীর্ষ তিন দেশের একটি- বাংলাদেশ।
- বিশ্বব্যাংকের ইজ অব ডুয়িং বিজনেস রিপোর্ট ২০১৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ- ১৭৬তম (শীর্ষ দেশ নিউজিল্যান্ড)।
- তৈরী পোশাক থেকে আসে রপ্তানি আয়ের- ৪১.৫২ শতাংশ [সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮]
- তৈরী পোশাক সবচেয়ে বেশি রপ্তানী হয়- যুক্তরাষ্ট্রে (২য়- ইউরোপীয় ইউনিয়ন)।
- যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ- তৃতীয়
- অ্যালায়েন্স (Alliance)- উত্তর আমেরিকার গার্মেন্টস ব্রান্ডগুলোর সংগঠন।
- অ্যাকর্ড (Accord)- ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর গার্মেন্টস ব্রান্ডগুলোর সংগঠন।

- বাংলাদেশ কোটামুক্ত বিশ্বে প্রবেশ করে- ১ জানুয়ারি ২০০৫।
- যুক্তরাষ্ট্র পণ্য আমদানিতে শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার প্রথা চালু করে- ১ জানুয়ারি ১৯৭৬।
- যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা স্থগিত করে - ২৭ জুন ২০১৩।
- জিএসপি সুবিধা স্থগিতাদেশ কার্যকর হয়- ২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে।

বৈদেশিক লেনদেন ও অর্থ প্রেরণ

বৈদেশিক লেনদেন

- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ঋণদাতা দেশ- জাপান।
- বাংলাদেশ বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র (দ্বিতীয় যুক্তরাজ্য) [সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমেন্ট রিপোর্ট- ২০১৮]
- বাংলাদেশে সরাসরি বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র [সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমেন্ট রিপোর্ট- ২০১৮]
- এলডিসিভুক্ত দেশের মধ্যে এফডিআই আকর্ষণে বাংলাদেশ- ৫ম [সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমেন্ট রিপোর্ট- ২০১৮]

জনশক্তি রপ্তানি ও অর্থ প্রেরণ

- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি জনশক্তি রপ্তানি করে- সৌদি আরব (দ্বিতীয় সংযুক্ত আরব আমিরাত)।
- সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আছে যে দেশে- সৌদি আরব (দ্বিতীয় মালয়েশিয়া)।
- সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আসে যে দেশ থেকে- সৌদি আরব (দ্বিতীয় সংযুক্ত আরব আমিরাত)।
- বর্তমানে রেমিট্যান্স অর্জনে বাংলাদেশ বিশ্বে- ৯ম (শীর্ষ দেশ ভারত) [সূত্র: মাইগ্রেশন অ্যান্ড রেমিটেন্স: রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আউটলুক- ২০১৮]

বিশেষায়িত ব্যাংক

ক. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (১৯৭৩)- দেশের বৃহত্তম বিশেষায়িত ব্যাংক।

খ. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (১৯৮৫)- দেশের দ্বিতীয় বিশেষায়িত ব্যাংক।

গ. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক (২০১০)- প্রবাসীদের জন্য বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

মনে রাখা ভাল

- বাংলাদেশে মোট ব্যাংকের সংখ্যা- ৬৪টি (৫৯টি তফসিলী এবং ৫টি অ-তফসিলী)।
- সর্বশেষ (৫৯তম) তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক- কমিউনিটি ব্যাংক লি. (১ নভেম্বর ২০১৮)।
- ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান- ৩৪টি [সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৮]।
- সরকারি জীবন বীমা- ১টি [সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৮]।
- সাধারণ বীমা- ১টি [সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৮]।
- বিদেশী বীমা কোম্পানি- ১টি [সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৮]।

- দি ফারমার্স ব্যাংকের বর্তমান নাম- পদ্মা ব্যাংক লি.।
- দেশের এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে শীর্ষ ব্যাংক- ডাচ বাংলা ব্যাংক।

বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতে যা কিছু প্রথম

প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং চালু করে (২০১১)	ডাচ বাংলা ব্যাংক
প্রথম বেসরকারি ব্যাংক	আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রথম ইসলামী ব্যাংকিং চালু করে	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং চালু করে	আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক
সরকারি ব্যাংকের মধ্যে প্রথম ইসলামী ব্যাংকিং চালু করে	অগ্রণী ব্যাংক
প্রথম রেডিক্যাশ চালু করে	জনতা ব্যাংক
প্রথম বিদেশী ব্যাংক	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক (১৯৯৮)
প্রথম টেলিফোন ব্যাংকিং চালু করে	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক
প্রথম মাস্টার কার্ড চালু করে	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক
প্রথম আমেরিকান কার্ড ইস্যু করে	দি সিটি ব্যাংক লি.
প্রথম এজেন্ট ব্যাংকিং চালু করে	ব্যাংক এশিয়া এবং অগ্রণী ব্যাংক

বাংলাদেশ

মুদ্রানীতি ঘোষণা করে ৬ মাস অন্তর	রিজার্ভের প্রায় ৮০ শতাংশ রাখা হয় নিউইয়র্ক ফেডে।
গভর্নরের মেয়াদকাল ৪ বছর।	স্বর্ণ জমা রাখা হয় ব্যাংক অব ইংল্যান্ডে।

মুদ্রা ব্যবস্থা

- বর্তমানে কাগুজে নোট- ৯টি (১,২,৫,১০,২০,৫০,১০০,৫০০ ও ১০০০ টাকা)।
- বর্তমানে সরকারি নোট- ৩টি (১ টাকা, ২টাকা ও ৫ টাকা)
- বর্তমানে ব্যাংক নোট- ৬টি (১০,২০,৫০,১০০,৫০০ ও ১০০০ টাকা)।

পরিবহন ও যোগাযোগ

সেতু-সড়ক-ফ্লাইওভার

- বাংলাদেশ বৃহত্তম (একক) রেলসেতু : হার্ডিঞ্জ ব্রিজ (পদ্মা নদীর উপর নির্মিত- ১৯১৪)
- বাংলাদেশের বৃহত্তম (বহুমুখী) রেলসেতু: বঙ্গবন্ধু সেতু (যমুনা নদীর উপর নির্মিত)।
- দেশের প্রথম ও একমাত্র ৬ লেনবিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মিত হচ্ছে- ফেনীর মহিপালে।
- দেশের প্রথম Y আকৃতির সেতু- শেখ হাসিনা তিতাস সেতু (তিতাস নদীর উপর নির্মিত)।
- বাংলাদেশ-ভারত-নেপাল বাস সার্ভিস চালু হয়- ২৩ এপ্রিল ২০১৮।
- বাংলাদেশে মোট জাতীয় মহাসড়ক- ৮টি।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

- বাংলাদেশের প্রথম সমুদ্রগামী জাহাজ- বাংলার দূত।

- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমুদ্রগামী জাহাজের নাম- এমভি আনসু।
- দীর্ঘ ২৭ বছর বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের বহরে যুক্ত হওয়া জাহাজের নাম- বাংলার জয়যাত্রা।

স্থলবন্দর

- বর্তমানে দেশে স্থলবন্দর রয়েছে- ২৩টি (সর্বশেষ বাল্লা, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ)।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর- বেনাপোল (যশোর)।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর- হিলি (দিনাজপুর)।

নদীবন্দর

- বর্তমানে দেশে নদীবন্দর রয়েছে- ৩৩টি।
- দেশের ৩৩তম নদীবন্দর- মেঘাইঘাট- নাটুয়ারপাড়া (কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ)।
- দেশের প্রধান ও বৃহত্তম নদীবন্দর- নারায়ণগঞ্জ।

পদ্মা সেতু (নির্মাণাধীন)

পদ্মা সেতু প্রকল্পের নাম	পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প
সেতুর দৈর্ঘ্য	৬.১৫ কি.মি. (পানির অংশের); পানি ও ডাঙ্গা মিলে প্রায় ৯ কি.মি.
সেতুর অবস্থান	মাওয়া ও জাজিরা পয়েন্টে (পদ্মা নদীর উপর নির্মিত)
পদ্ম সেতুতে বসানো হবে	৪১টি স্প্যান
১ম স্প্যান স্থাপন	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

বাংলাদেশের রেলওয়ে

- বাংলাদেশ রেলওয়ের দীর্ঘতম রেলরুট- ঢাকা-পঞ্চগড় (৬৩৯ কিলোমিটার)।
- যে প্রকল্পের আওতায় ঢাকার উত্তরা থেকে মতিঝিলের বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত ২০.১ কিলোমিটারব্যাপী। মেট্টোরেল নির্মিত হচ্ছে- Mass Rapid Transit (MRT)।

সমুদ্রবন্দর

- বাংলাদেশে মোট সমুদ্রবন্দর রয়েছে- ৩টি।
- দেশের প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দর (ডিপ সী- পোর্ট) নির্মিত হচ্ছে- মাতারবাড়িতে (মহেশখালী, কক্সবাজার)।

বিমানবন্দর

- বর্তমানে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে- ৩টি।

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা

- বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন অপারেটর আছে- ৪টি।
- বাংলাদেশ মোবাইল নম্বর পোর্টেবিলিটি (MNP) চালু হয়- ১ অক্টোবর ২০১৮।
- বাংলাদেশ MNP চালু করে- ৭২তম দেশ হিসেবে।

সাবমেরিন যুগে বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ বিশ্বে সাবমেরিন অধিকারী- ৪১তম দেশ।

সাবমেরিন ক্যাবলে বাংলাদেশ

সাবমেরিন ক্যাবল	ল্যান্ডিং স্টেশন	দৈর্ঘ্য	যুক্ত হয়
SEA-ME-WE-4	ঝিলংঝা, কক্সবাজার	১৮৮০০ কি.মি.	২১ মে ২০০৬
SEA-ME-WE-5	কলপাড়া, পটুয়াখালী	২০০০০ কি.মি.	১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭

অন্যান্য

- বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মোবাইল ব্যাংকিং সেবার নাম- নগদ।
- ই-পাসপোর্টের মেয়াদ হবে- ১০ বছর।

টানেলের যুগে বাংলাদেশ

- ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ টানেলের বোরিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

দেশের প্রথম পাতাল রেল

- বাংলাদেশের প্রথম পাতাল রেল নির্মিত হচ্ছে- ঢাকায় (বিমানবন্দর রুট ও পূর্বাচল রুট)।
- পাতাল রেলটির দৈর্ঘ্য হবে- ২৬.৬০ কিলোমিটার।
- পাতাল রেল প্রকল্পে অর্থায়ন করবে- জাপানের 'জাইকা'।

৪ লেনের এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

- ৪ লেনের এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হচ্ছে- বন্দরনগরী চট্টগ্রামে।
- এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য- ১৬.৫ কিলোমিটার।

অধ্যায়- ৭

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

জোট রাজনীতি, রাজনৈতিক দল ও নিবন্ধন

- সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন অবৈধ ঘোষিত হয় ১ আগস্ট ২০১৩।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

- একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে- ৩৯টি রাজনৈতিক দল।
- একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়- ৫টি রাজনৈতিক জোট।
- আইন অনুসারে প্রদত্ত ভোটের এক-অষ্টমাংশের চেয়ে কম ভোট পেলে- প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।
- একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রার্থীরা শপথ গ্রহণ করে- ৩ জানুয়ারি ২০১৯।

- একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৫৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন- ৬৮ জন নারী (বিজয়ী হয় ২২ জন)। ২৩জন সর্বশেষ- ডা. সৈয়দা জাকিয়া নূর লিপি। (কিশোরগঞ্জ-১)
- একাদশ জাতীয় সংসদ ছাড়াও শেখ হাসিনা সংসদে নেতা ছিলেন- ৭ম, ৯ম ও ১০ম সংসদে।
- শেখ হাসিনা বিরোধীদলীয় নেতা ছিলেন- ৩য়, ৫ম ও ৮ম সংসদে।

নির্বাচন কমিশন

- বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সদস্য সংখ্যা- ৫ জন।
- বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার- কে এম নুরুল হুদা (১২তম)।
- নির্বাচন কমিশনের বর্তমান সচিব- হেলালুদ্দীন আহমদ।
- দেশের প্রথম নারী নির্বাচন কমিশনার- কবিতা খানম।
- দেশের প্রথম নির্বাচন কমিশনার- বিচারপতি মো. ইদ্রিস।

১ মার্চ জাতীয় ভোটার দিবস

- সম্প্রতি ১ মার্চকে ঘোষণা করা হয়েছে- জাতীয় ভোটার দিবস।
- ২০১৯ সালের জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্য- 'ভোটার হব, ভোট দিব না'।

ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন

- বিশ্বে প্রথম ই-ভোটিং চালু হয়- যুক্তরাষ্ট্রে (১৯৬০ সালে)।
- দেশে প্রথম ইভিএম ব্যবহার করা হয়- ২০০৭ সালে (ঢাকা অফিসার্স ক্লাবের কার্যকরী সংসদ নির্বাচনে)
- বাংলাদেশে ইভিএম প্রকল্পের উদ্ভাবক- ড. এস এম লুৎফল কবির (চেয়ারম্যান, আইসিটি বিভাগ, বুয়েট)
- ইভিএম প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নাম- পাইল্যাব বাংলাদেশ।

জাতীয় পরিচয়পত্র ও স্মার্ট আইডি কার্ড

- জাতীয় পরিচয় পত্রের মেয়াদ- ১০ বছর।
- বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন করা হয়- বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে।
- জাতীয় পরিচয়পত্র (স্মার্ট কার্ড) এর মাধ্যমে সেবা পাওয়া যাবে- ২২ ধরণের।
- 'না' ভোট যুক্ত হয়- ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে।

অধ্যায়- ৮

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা

বাংলাদেশের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগসমূহ

একাদশ জাতীয় সংসদ

প্রধানমন্ত্রী	শেখ হাসিনা (১২তম)
রাষ্ট্রপতি	আব্দুল হামিদ (২১তম)

সরকার-প্রশাসনে সর্বশেষ

- সম্প্রতি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নতুন নামকরণ করা হয়েছে- পরিবেশ, বন ও জলবায়ুর পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (Ministry of Environment, Forest and Climate Change)
- অধিদপ্তরের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন- মহাপরিচালক।
- সম্প্রতি বাংলাদেশ শিশু একাডেমি পরিদপ্তরকে উন্নীত করা হয়- অধিদপ্তরে।
- বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সদস্য- ১৫ জন (চেয়ারম্যানসহ)।
- সরকারি চাকরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি পদে কোটা বাতিল করা হয়- ৪ অক্টোবর ২০১৮ পরিপত্র
- জাতীয় পরিবেশনীতি ২০১৮ তে অন্তর্ভুক্ত খাত- ২৪টি (পূর্বে ছিল ১৫টি)।

সংসদীয় কমিটি গঠন

- জাতীয় সংসদে স্থায়ী কমিটির সংখ্যা ৫০টি।
- জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির প্রধানের পদবী সভাপতি।

পদমর্যাদা	সংখ্যা
মন্ত্রী বা পূর্ণ মন্ত্রী	২৫ জন
প্রতিমন্ত্রী	১৯ জন
উপমন্ত্রী	৩ জন
টেকানোক্র্যাট মন্ত্রী	৩ জন
নারী মন্ত্রী	৪ জন (প্রধানমন্ত্রী সহ)

প্রধানমন্ত্রীর অধীনে ৬টি বিভাগ/মন্ত্রণালয়

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
বিদ্যু, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী (৩ জন)

- মোস্তফা জব্বার (পূর্ণ মন্ত্রী): ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
- শেখ মো. আবদুল্লাহ (প্রতিমন্ত্রী): ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- স্থপতি ইয়াফেস ওসমান (পূর্ণ মন্ত্রী): বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
- সংসদ সদস্যদের বাইরে থেকে নির্বাচিত মন্ত্রীদের টেকানোক্র্যাট মন্ত্রী বলা হয়। সংবিধানের ৫৬(২) ধারা মতে, মোট মন্ত্রী সংখ্যার অনধিক ১০% টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী করা যায়।

বিচারালয়

- বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে মোট বিচারপতি- ৭ জন।
- দেশের প্রথম নারী বিচারপতি- নাজমুন আরা সুলতানা।
- আপিল বিভাগের ইতিহাসে দ্বিতীয় নারী বিচারপতি- জিনাত আরা।
- দেশে শ্রম আদালত রয়েছে- ৭টি।
- দেশে পরিবেশ আদালত রয়েছে- ৩টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট)

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে কে কততম?

পদমর্যাদা	নাম	যততম
রাষ্ট্রপতি	মো. আব্দুল হামিদ	২১তম
প্রধানমন্ত্রী	শেখ হাসিনা	১২তম
প্রধান বিচারপতি	সৈয়দ মাহমুদ হোসেন	২২তম
অ্যার্টনি জেনারেল	মাহবুবে আলম	১৫তম
জাতীয় সংসদের স্পিকার	ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী	১৩তম
মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী	১২তম
পিএসসির চেয়ারম্যান	ড. মোহাম্মদ সাদিক	১৩তম
দুদক চেয়ারম্যান	ইকবাল মাহমুদ	৫ম
প্রধান নির্বাচন কমিশনার	কে এম নুরুল হুদা	১২তম
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর	ফজলে কবির	১১তম
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান	কাজী রিয়াজুল হক	১১তম
পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি)	মোহাম্মদ জাবে পাটোয়ারী	২৯তম
জাতিসংঘে নিযুক্ত স্থায়ী প্রতিনিধি	মাসুদ বিন মোমেন	১৪তম
বাংলাদেশের নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত	আর্ল রবার্ট মিলার	১৬তম
বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক	কবি হাবিবুল্লাহ সিরাজী	-
বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার	রিভা গাঙ্গুলি	-
অর্থসচিব	আব্দুর রউফ তালুকদার	-

বিসিএস ক্যাডার এখন ২৬টি

১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস গঠন করা হয়। তখন বিসিএস ক্যাডার সংখ্যা ছিল ১৪টি।

আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ

১০ম জাতীয় সংসদে প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ কিছু আইন

- ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল ২০১৮ পাস হয়- ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮।
- সড়ক পরিবহন বিল ২০১৮ পাস হয়- ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ পাস হয়- ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮।

জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

প্রশাসনিক কাঠামো	সংখ্যা	সর্বশেষ	বিবিধ জেলা	সংখ্যা
বিভাগ	৮	ময়মনসিংহ	বৃহত্তর জেলা	১৯
সিটি কর্পোরেশন	১২	ময়মনসিংহ	উপকূলীয় জেলা	১৯
জেলা	৬৪	-	স্বাধীনতার পূর্বে জেলা	১৯
পৌরসভা	৩২৭	তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ	পার্বত্য চট্টগ্রামে জেলা	৩
উপজেলা	৪৯২	শায়েস্তা গঞ্জ, হবিগঞ্জ	ঢাকা বিভাগে জেলা	১৩

থানা	৬৫০	হাতিরঝিল, ঢাকা	ময়মনসিংহ বিভাগে জেলা	৪
ইউনিয়ন	৪৫৭১	-	রাজশাহী বিভাগে জেলা	৮

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার

- দেশে বর্তমানে মেট্রোপলিটন পুলিশের সংখ্যা- ৮টি।
- জাতীয় ডেটা সেন্টার বা তথ্যভান্ডার অবস্থিত- কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

- বর্তমানে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (DMP) থানা- ৫০টি (সর্বশেষ হাতিরঝিল)।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে দেশের প্রথম নৌঘাটি- বানৌজা শেখ মুজিব (খিলক্ষেত, ঢাকা)।
- ঢাকা অঞ্চলের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নৌঘাটি- বানৌজা শেখ মুজিব।
- দেশের ৩১তম সেনানিবাস- শেখ হাসিনা সেনানিবাস (লেবুখালী, পটুয়াখালী)।
- জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা ও উদ্ধার অভিযানে সহায়তা করবে- বানৌজা শেখ মুজিব।
- বর্তমানে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে পদাতিক ডিভিশন- ১০টি (সর্বশেষ ৭ম পদাতিক ডিভিশন)।
- ৭ম পদাতিক ডিভিশনের অবস্থান- লেবুখালি, পটুয়াখালি।
- ৭ম পদাতিক ডিভিশনের নামকরণ করা হয়- বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে স্মরণীয় করে রাখতে।
- বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্সের প্রথম ড্রিমলাইনার- আকাশবীণা।
- বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্সের দ্বিতীয় ড্রিমলাইনার- হংসবলাকা।
- পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিচালিত অভিযানের বর্তমান নাম- অপারেশন উত্তরণ।
- বাংলাদেশের প্রথম নারী সরিসিটর- জেসমিন আরা বেগম।
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সর্বপ্রথম নারী মেজর জেনারেল- ডা. সুসানে গীতি।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ওয়াচ টাওয়ার- জ্যাকব টাওয়ার (২২৫ ফুট); চরফ্যাশন, ভোলা।

অধ্যায়- ৯

জাতীয় অর্জন ও অন্যান্য বিষয়সমূহ

জাতীয় অর্জন

- বাংলাদেশের প্রথম ন্যানো স্যাটেলাইট- ব্রাক অন্বেষা (ব্রাক উদ্ভাবিত)।
- বিশ্বে স্যাটেলাইট যুগে বাংলাদেশের অবস্থান- ৫৭তম।
- বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ (স্যাটেলাইট)- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট- ১।
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট নির্মিত হয়- ফ্রান্সের কান টুলুজ ফ্যাসিলিটিতে।
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মোট ট্রান্সপন্ডার- ৪০টি।
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট বহনকারী রকেটের নাম- ফ্যালকন-৯।
- মেয়াদ ১৫ বছর
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের গ্রাউন্ড স্টেশন- ২টি (গাজীপুরের জয়দেবপুর এবং রাঙামাটির বেতবুনিয়া উপগ্রহ কেন্দ্রে)।

- স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের তারিখ- ১১ মে ২০১৮ (বাংলাদেশ সময় ১২ মে ২০১৮)
- কক্ষপথ বা অরবিটার স্লট ক্রয় করা হয়েছে- রাশিয়ার ইন্টারস্পুটনিকের কাছ থেকে (২০১৩ সালে)।

সাবমেরিন যুগে বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ যততম দেশ হিসেবে সাবমেরিনের অধিকারী হয়- ৪১তম।
- বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যুক্ত সাবমেরিন দুটির নাম- নবযাত্রা ও জয়যাত্রা।
- বাংলাদেশ প্রথম সাবমেরিন বা SEA-ME-WE-4 এ যুক্ত হয়- ২১ মে ২০০৬।
- দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-5 কনসোর্টিয়ামে সংযুক্ত করেছে- ১৭টি দেশ ও ১৯টি শীর্ষস্থানীয় টেলিকম অপারেটর।
- বাংলাদেশ দ্বিতীয় সাব মেরিন ক্যাবলে যুক্ত হওয়ায় অতিরিক্ত ইন্টারনেট পাচ্ছে- ১৫০০ জিবিপিএস।
- বাংলাদেশ দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল বা SEA-ME-WE-5 এ যুক্ত হয়- ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭।
- SEA-ME-WE-5 এর বাংলাদেশ ল্যান্ডিং ষ্টেশন- কুয়াকাটা, পটুয়াখালী।

বাংলাদেশের সমুদ্র জয়

- ভারত-বাংলাদেশ সমুদ্রসীমা বিরোধ নিরসনে রায় দেয়- স্থায়ী সালিশি আদালত।
- স্থায়ী সালিশি আদালত (PCA) এর সদর দপ্তর অবস্থিত- হেগ, নেদারল্যান্ড।
- বাংলাদেশ-ভারতের বিরোধপূর্ণ সমুদ্রসীমার মধ্যে বাংলাদেশ পায়- ১৯,৪৬৭ বর্গকি.মি. (ভারত পায় ৬,১৩৫ বর্গ কি.মি.)।
- সমুদ্র বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের পূর্ণরূপ- International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) মিয়ানমারের সাথে রায় দেয়।
- বর্তমানে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা- ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার।
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক (টেরিটোরিয়েল) সমুদ্রসীমা- ১২ নটিক্যাল মাইল
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক একচ্ছত্র অঞ্চল- ২০০ নটিক্যাল মাইল
- মহীসোপান বাংলাদেশ- ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত।
- ১ নটিক্যাল মাইল সমান- ১,৮৫২ কিলোমিটার।
- ভারত- বাংলাদেশের সীমারেখায় দৈর্ঘ্য- ৩৭১৫.১৮ কিলোমিটার
- বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমারেখার দৈর্ঘ্য- ২৮০ কিলোমিটার।
- দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের তটরেখার দৈর্ঘ্য- ৭১৬ কিলোমিটার।
- বাংলাদেশের উপকূলীয় ভূখণ্ড সমুদ্রে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে, যার ভৌগোলিক নাম- মহীসোপান।

দ্রুতবর্ধনশীল অর্থনীতি

- যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ইকোনমিকস এন্ড বিজনেস রিসার্চ (সিইবিআর) পরিচালিত 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লীগ টেবিল' (ডব্লিউইএলটি) সমীক্ষা

অনুযায়ী, বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশগুলোর তালিকায় ২০১৯ সালে বাংলাদেশের অবস্থান- ৪১তম (২০১৮ সালে ছিল ৪৩তম)।

- আইএমএফ এর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুকের তথ্যমতে, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের- ৪০তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ (২০১০ সালে ছিল ৫৮তম)।
- বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়- ১৭৫১ ডলার [সূত্র: বিবিএস]

উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি

- জাতিসংঘ এলডিসি ক্যাটাগরি চালু করে- ১৯৭১ সালে।
- ১৯৭১ সালে এলডিসিভুক্ত দেশ ছিল- ২৫টি।
- বর্তমানে এলডিসিভুক্ত দেশ- ৪৭টি।
- বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল- ১৯৭৫ সালে।
- বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে- ১ জুলাই, ২০১৫।
- একই ধারা বজায় থাকলে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে বাংলাদেশ- ২০২৪ সালে।

সূচক	প্রয়োজনীয় পয়েন্ট	বাংলাদেশের অর্জন
মানব সম্পদ সূচক	৬৬ বা এর বেশি	৭২.৮
অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক	৩২ বা এর কম	২৪.৮
মাথাপিছু আয় সূচক	১২৪২ মা.ড. বা এর বেশি	১২৭২ মা.ড.

আবিষ্কার-উদ্ভাবনে সাফল্য

- ক্যান্সার গবেষণায় সাফল্য দেখিয়েছেন- ড. আবু সিনা (চাঁদপুর)।
- পাট থেকে পলিব্যাগ তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন- ড. মোবারক আহমেদ খান।
- পাট থেকে তৈরি পলিব্যাগের নাম- সোনালী ব্যাগ।
- ক্যাগোমে কোয়ান্টাম চুম্বক আবিষ্কারে সাফল্য পাওয়া বাংলাদেশী বিজ্ঞানী- ড. জাহিদ হাসান তাপস।
- ক্ষুরা রোগের টিকা আবিষ্কারে সাফল্য লাভকারী গবেষক দলের নেতৃত্বে ছিলেন- মো. আনোয়ার হোসেন।
- ‘বৃক্ষমাণব’ বা ‘ট্রি ম্যান সিনড্রোম’ এর জিন শনাক্তকরণে নেতৃত্বদানকারী বিজ্ঞানী- মোহাম্মদ উদ্দিন।
- ব্লাক বেঙ্গল ছাগল যে নামে পরিচিত- ‘গরিবের গাভী’ এবং ‘কুষ্টিয়া গ্রেড’।

জীবনরহস্য উন্মোচন	বিজ্ঞানী ও গবেষক দল	আনুষ্ঠানিক ঘোষণা
ইলিশ	ঢাবি ও বাকৃবি	৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮
ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল	বাকৃবি	১৩ নভেম্বর ২০১৮
ধইঞ্চা	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	২২ নভেম্বর ২০১৮

বিশ্বাঙ্গনে বাংলাদেশ

- বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অবস্থান- দ্বিতীয় (প্রথম ইথিওপিয়া)।
- জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনে বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি- মাসুদ বিন মোমেন।
- ওআইসিভুক্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ কসোভাকে স্বীকৃতিদানকারী- ৩৭তম দেশ।
- সম্প্রতি পাঠদানের ক্ষেত্রে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়- নিউইয়র্কের স্কুলগুলোতে।
- বাংলা টাউন অবস্থিত- যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যে।
- সম্প্রতি শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্বোধন করা হয়- বাংলাদেশ ভবন (২৫ মে ২০১৮)।
- বাংলাদেশ ভবনের প্রবেশদ্বারের দুই প্রান্তে রয়েছে- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল।
- সম্প্রতি কানাডার বাঙালি অধ্যুষিত শহর টরেন্টোতে চালু হয়েছে- বাংলাদেশ কনস্যুলেট।

বিশ্ব নেতৃত্বে বাংলাদেশ

জাতিসংঘ মানবাধিকারের কাউন্সিলের সংখ্যা	২০১৯-২১ মেয়াদে
রাসায়নিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ সংস্থার (OPCW) নির্বাহী পরিষদের সদস্য	২০১৯-২১ মেয়াদে
এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্য চুক্তি (APTA) সভার সভাপতি	২০১৮ সালে
জলাভূমি উন্নয়নের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান Wetland International’র সদস্য	২০১৮ সালে নির্বাচিত
কমনওয়েলথ নির্বাহী কমিটির সদস্য	২০১৮-১৯ মেয়াদে

বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের বাংলাদেশ সফর

নাম	পদবী	সফরকাল
ড.ইউসুফ বিন আহমদ আল ওথাইমিন	ওআইসি মহাসচিব	৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড	কমনওয়েলথ মহাসচিব	৮-৯ আগস্ট ২০১৮
বন্দর আল হাজ্জার	আইডিবি’র প্রেসিডেন্ট	৭-১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮

বিশ্ব ঐতিহ্যে বাংলাদেশ

রামসার কনভেনশন

বাংলাদেশে রামসার সাইট	
সুন্দরবন	১৯৯২ সালের ২১ মে বাংলাদেশের প্রথম রামসার সাইট ঘোষণা করা হয় সুন্দরবনকে। সুন্দরবন বিশ্বের ৫৬০তম রামসার সাইট।
টাঙ্গুয়ার হাওর	২০০০ সালের ১০ জুলাই বাংলাদেশের দ্বিতীয় রামসার সাইট

	ঘোষণা করা হয়। টাঙ্গুয়ার হাওর সুনামগঞ্জে অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম হাওর। সুনামগঞ্জের 'হাওরকন্যা' বলা হয়। এই হাওরে ১০৯টি বিল রয়েছে। এছাড়া মেঘালয় পাহাড়ের ৩৮টি ঝরণা টাঙ্গুয়ার হাওরে মিশেছে- ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সরকার টাঙ্গুয়ার হাওরকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা গোষণা করে। টাঙ্গুয়ার হাওর বিশ্বের ১০৩১তম রামসার সাইট।

মনে রাখা ভাল

- ইউনেস্কো সুন্দরবনকে ৭৯৮তম বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭।
- বর্তমানে প্রাকৃতিক সপ্তাচার্যের তালিকায় সুন্দরবনের অবস্থান ১৪তম।

ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য	
সোমপুর বিহার	১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো নওগাঁর পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারকে ৫২১তম বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে।
ষাটগম্বুজ মসজিদ	১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদকে ৫২২তম বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে।
সুন্দরবন	১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো সুন্দরবনকে ৭৯৮তম বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে।

ষণা করেছে। WIPO বাংলাদেশে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কাজ করেছে।

জিআই পণ্য	
জামদানি	২০১৬ সালের ১৭ নভেম্বর প্রথম জিআই পণ্য হিসেবে নিবন্ধন লাভ করে জামদানি। নিবন্ধন পায় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন। এছাড়া ২০১৩ সালে ইউনেস্কো জামদানিকে অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঘোষণা করে।
ইলিশ	২০১৭ সালের ৭ আগস্ট দ্বিতীয় জিআই পণ্য হিসেবে নিবন্ধন লাভ করে ইলিশ। ইলিশের নিবন্ধন পায় মৎস অধিদপ্তর। সম্প্রতি ইলিশ মাছের জীবনরহস্য উন্মোচন করেছেন ঢাবি ও বাকৃবি'র গবেষকদল। ওয়ার্ল্ড ফিসের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বিশ্বের মোট ইলিশের ৬৫ শতাংশ বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়।
ক্ষীরসাপাতি আম	২০১৯ সালের ২৭ জানুয়ারি তৃতীয় জিআই পণ্য হিসেবে WIPO'র স্বীকৃতি পায় বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জের হিমসাগর বা ক্ষীরসাপাতি আম।

বি.দ্রঃ ইলিশের জীবনরহস্য উদঘাটনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশ। গত বছরের সেপ্টেম্বর বাংলাদেশি গবেষক দল উদ্ভাবিত পদ্মার ইলিশ জিন বিন্যাস বা জিনোম সিকোয়েন্স বিশ্বখ্যাত জার্নাল বায়োমেড সেন্ট্রাল (বিএমসি) প্রকাশ করেছে। লন্ডনভিত্তিক জার্নালটিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়। [সূত্রঃ প্রথম আলো, ৬ জানুয়ারি ২০১৯]।

অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	
বাউল গান	২৭ নভেম্বর ২০০৫ জাতিসংঘের শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা ইউনেস্কো বাউল গানকে মানবতার ধারক হিসেবে স্বীকৃত দেয়। বাউল গান বাউল সম্প্রদায়ের সাধনসঙ্গীত। এটি লোকসাহিত্যের অন্তর্গত।
জামদানি	২০১৩ সালে ইউনেস্কো জামদানির মেধা স্বত্ব (বুনন শিল্পরীতি)- কে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এছাড়া ২০১৬ সালের ১৭ নভেম্বর প্রথম জিআই পণ্য হিসেবে নিবন্ধন লাভ করে জামদানি। বর্তমানে ঢাকার মিরপুরে জামদানি পল্লী স্থাপিত হয়েছে।
মঙ্গল শোভাযাত্রা	৩০ নভেম্বর ২০১৬ ইউনেস্কোর ১১তম অধিবেশনের মঙ্গল শোভাযাত্রাকে অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঘোষণা করে। প্রতিবছর নববর্ষের প্রথম দিনে মঙ্গল শোভাযাত্রা আয়োজন করা হয়। এর উৎপত্তি ঢাকা শহরে। সর্বপ্রথম- যশোর (অন্য নামে)
নির্বস্তুক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	
শীতলপাটি	৬ ডিসেম্বর ২০১৭ ইউনেস্কো শীতলপাটিকে বিশ্বের নির্বস্তুক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (দ্য ইনটেনজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউমানিটি) ঘোষণা করে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর লেখা বই	অসমাপ্ত আত্মজীবনী
বঙ্গবন্ধুর লেখা বইয়ের সংখ্যা ৫টিঃ ➢ অসমপ্ত আত্মজীবনী ➢ কারাগারের রোজনামচা ➢ নয়া চীন ভ্রমণ ➢ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ➢ স্মৃতিকথা	➢ বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীর প্রথম গ্রন্থ ➢ প্রকাশক বাংলা একাডেমি ➢ অনূদিত হয়েছে ১১টি ভাষায় ➢ প্রকাশিত হয়েছে ১২টি ভাষায় (বাংলাসহ) ➢ ইংরেজি অনুবাদ The Unfinished Memoirs ➢ ইংরেজি অনুবাদের প্রকাশক ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
কারাগারের রোজনামচা ➢ বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীর দ্বিতীয় গ্রন্থ ➢ প্রকাশকঃ বাংলা একাডেমি ➢ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশঃ ১৭ মার্চ ২০১৭ ➢ কারাস্মৃতি স্থান পেয়েছেঃ ১৯৬৬-১৯৬৮ ➢ ইংরেজি অনুবাদকঃ অধ্যাপক ড. ফখরুল আলম, নামটির প্রস্তাবকঃ শেখ রেহানা	

৩০৫৩ দিন

- বঙ্গবন্ধুর কারাজীবনের ঘটনা ও চিত্র সম্বলিত গ্রন্থ
- ১৯৬৬-১৯৬৮ সাল পর্যন্ত কারাবাসের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে
- কারা অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনা ও জননিরাপত্তা বিভাগ বইপি প্রকাশ করেছে

১১টি ভাষায় অসমাপ্ত আত্মজীবনীর অনুবাদ

ভাষা	অনুবাদক
উর্দু	পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
অসমী	সৌমেন ভারতীয়া ও জুরি শর্মা

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত গ্রন্থ

- বঙ্গবন্ধুর কারাজীবনের ঘটনা ও চিত্র নিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থ- ৩০৫৩ দিন।
- ৭ মার্চের ভাষণের ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনামূলক গ্রন্থ- ভয়েস অব দি হিস্টরি (রচয়িতা মশিউর মালেক)।
- 'শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য প্রবন্ধ' এর রচয়িতা- আহমেদ ছফা।
- বঙ্গবন্ধুর সহজ পাঠ লিখেছেন- ড. আতিউর রহমান।
- বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা ৫৫টি ছোট গল্পের সংকলন- জনকের মুখ (সম্পাদনা: আখতার হুসেন)।
- বঙবন্ধুর হত্যাকাণ্ড নিয়ে রচিত সাড়াজাগানো গল্প 'মহামানবের দেশে' এর রচয়িতা- সহিদ রহমান।
- 'মহামানবের দেশে' গল্প অবলম্বনে নির্মিত কাহিনীচিত্র ৫টি- ইতিহাসের কৃষ্ণপক্ষ, কবি ও কবিতা, তখন পঁচাত্তর, সেদিন শ্রাবণের মেঘ ছিল, জনক ১৯৭৫।
- পাকিস্তান আমলে শেখ মুজিবের উপর গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যে প্রতিবেদন দেয়া হয় তা নিয়ে প্রকাশিত বই- Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (১৯৪৮-৫০ সালের ঘটনাবলী নিয়ে ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হাক্কানী পাবলিকেশন্স। উল্লেখ্য, বইটি মোট ১৪ খন্ডে প্রকাশিত হবে।)

বঙ্গবন্ধুনামা

- শেখ মুজিবুর রহমানকে দেয়া বঙ্গবন্ধু উপাধির সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হয়- ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯।
- বঙ্গবন্ধু উপাধি দিয়েছিলেন- তৎকালীন ডাকসু ভিপি তোফায়েল আহমেদ (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯)।
- বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার উদ্বোধন করা হয়েছে- বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রন্থাগারে।
- বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতির কবি (Poet of Politics) উপাধি দেয়- নিউজউইক ম্যাগাজিন।
- প্রথম 'মাদার তেরেসা রত্ন সম্মাননা' এর জন্য মনোনীত হন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

- বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারত যৌথ প্রযোজনায় নির্মিতব্য সিনেমার পরিচালখ- শ্যাম বেনেগাল।
- সম্প্রতি বঙ্গবন্ধুর নামে সড়কের নামকরণ করা হয়- নয়াদিল্লী, ভারত।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ব্রোঞ্জের তৈরি আবক্ষ ভাস্কর্যের স্থপতি- স্টিফেন ওয়েটজম্যান।
- সম্প্রতি যে দেশে বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রফেসরশীপ চালু করা হয়েছে- থাইল্যাণ্ড।
- সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মোমের মুর্তি স্থাপন করা হয়- কলকাতার ওয়াক্স মিউজিয়ামে।
- কক্সবাজারের কলাতলির সাগরপাড়ে নির্মিত হচ্ছে- বঙ্গবন্ধু চত্বর।
- টাঙ্গাইলের মধুপুর জাতীয় উদ্যানের নাম পরিবর্তন করে রাখা হচ্ছে- বঙ্গবন্ধু জাতীয় উদ্যান।
- বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ আমলে কারাভোগ করেন- ৭ দিন (১৯৩৮ সালে; ছাত্রাবস্থায় প্রথম কারাগারে যান)।
- বঙ্গবন্ধু কারাবাস করেন- ৪,৬৮২ দিন [সূত্র: জাতীয় সংসদে বাণিজ্যমন্ত্রী, ৭ মার্চ ২০১৭]
- বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সরকারের আমলে কারাভোগ করেন- ৪,৬৭৫ দিন।
- মুজিব বর্ষ ঘোষা করা হয়েছে - ২০২০-২১ সালকে।
- বঙ্গবন্ধুর ১০০ ভাষণের সমন্বয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের নাম-বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা সম্ভার।
- এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে বঙ্গবন্ধু চেয়ারের প্রথম প্রফেসর- অধ্যাপক জয়শ্রী রায় (ভারত)।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নির্মিতব চলচ্চিত্র

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ নিয়ে নির্মিত হচ্ছে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র- তর্জনী।
- ভারত-বাংলাদেশ যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এই চলচ্চিত্রের পরিচালক- শ্রাম বেনেগাল (ভারত)।
- চলচ্চিত্রটি মুক্তি পাবে- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে (১৭ মার্চ ২০২০)।

শেকড় থেকে শিখরে
বিশেষত্ব- বঙ্গবন্ধুর সর্ববৃহৎ আবক্ষ ভাস্কর্য
তৈরি হয়েছে: স্টেইনলেস স্টিলে
ভাস্কর: বিপ্লব দত্ত

শেখ হাসিনার যত উপাধি

উপাধি	প্রদানকারী
মাদার অব হিউম্যানিটি	বৃটিশ মিডিয়া 'চ্যানেল ফোর'
লেডি অব ঢাকা	যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রভাবশালী বিজনেস ম্যাগাজিন ফোর্বস
Star of the East	অ্যালান জ্যাকব

দেশরত্ন	সৈয়দ শামসুল হক

শেখ হাসিনাকে নিয়ে রচিত গ্রন্থ ও তথ্যচিত্র

- Hasina: A Daughter's Tell ডকু-ড্রামা বা তথ্যচিত্রের নির্মাতা- রেজাউর রহমান খান পিপলু।
- শেখ হাসিনা: দুর্গম পথযাত্রী প্রামাণ্যচিত্রের নির্মাতা- আবদুল গাফফার চৌধুরী।
- শেখ হাসিনাকে নিয়ে বিদেশী কোনো লেখকের রচিত প্রথম গ্রন্থ- হাসিনা আর্কাইভ ও আসাতি।
- হাসিনা আর্কাইভ ও আসাতি'র (শেখ হাসিনা: উপাখ্যান ও বাস্তবতা) রচয়িতা- মুহসিন আল আরিসি (মিশর)।

২০১৯ সালে শেখ হাসিনাকে দেয়া সম্মাননা

- নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদান রাখায় বার্লিনে লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২০১৮ সারে শেখ হাসিনাকে দেয়া সম্মাননা

- অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত গ্লোবাল উইমেন সামিট প্রদান করে- Global Women Leadership Award

২০১৫ সালে শেখ হাসিনাকে

- আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থা (ITU) প্রদান করে- ICTs in Sustainable Development Award 2015।
- নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখার জন্য পলিসি লিডারশিপ ক্যাটাগরিতে জাতিসংঘের পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচির UNEP পরিবেশবিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার- চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ পুরস্কার ভূষিত হন।

২০১০ সালে শেখ হাসিনাকে দেয়া সম্মাননা

- জাতিসংঘে প্রদান করে- মিলেনিয়াম ডেভোলপমেন্ট গোল (MDG) অ্যাওয়ার্ড।

অন্যান্য পুরস্কার- সম্মাননা

- ২০১৪ সালে সমুদ্রসীমা জয়ের জন্য শেখ হাসিনা- সাউথ-সাউথ পুরস্কার লাভ করেন।

বিশ্ব নেতাদের মধ্যে শেখ হাসিনা

- বিশ্বের দীর্ঘস্থায়ী নারী সরকার প্রধান- শেখ হাসিনা
- বিশ্বের সৎ নেতৃত্বের তালিকায় শেখ হাসিনার অবস্থান- তৃতীয়।
- বিশ্বের সেরা প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা- দ্বিতীয় (১ম ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ৩য় কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো)।

জাতীয় পুরস্কার

পুরস্কার	প্রবর্তনকাল	পুরস্কার	প্রবর্তনকাল
বঙ্গবন্ধু কৃষিপদক	১৯৭৩	স্বাধীনতা পদক	১৯৭৭

পদক-পুরস্কার সম্মাননা ২০১৮

- অস্কারে বিদেশী ভাষার চলচ্চিত্রের প্রতিযোগিতা বিভাগে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে- ডুব চলচ্চিত্রটি।
- হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন বাংলাদেশের- প্রখ্যাত আলোকচিত্রী শহীদুল আলম।
- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী পদক' লাভ করেন- ঢাবি'র ইমেরিটার অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।
- ডেনমার্কের 'লেগো পুরস্কার' লাভ করেন- ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপারসন ফজলে হাসান আবেদ।
- কানাডার সর্বোচ্চ সম্মাননা 'কানাডা রিসার্চ চেয়ার' অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন- ড. এম মুজাহিদ রহমান।

একুশে পদক ২০১৯

(৬টি বিভাগে মোট ২১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি)

ক্ষেত্র	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি
ভাষা আন্দোলন	অধ্যাপক হালিমা খাতুন, অ্যাডভোকেট গোলাম আরিফ টিপু ও অধ্যাপক মনোয়ার ইসলাম
শিল্পকলা (সঙ্গীত)	সুবীর নন্দী, মরহুম আজম খান ও খায়রুল আনাম শাকিল
শিল্পকলা (অভিনয়)	লাকী ইনাম, সুবর্ণ মোস্তফ ও লিয়াকত আলী লাকী
শিল্পকলা (আলোকচিত্র)	সাইদা খানম
শিল্পকলা (চারুকলা)	জামাল উদ্দিন আহমেদ
মুক্তিযুদ্ধ	ক্ষিতীন্দ্র চন্দ্র বৈশ্য
গবেষণা	ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ ও ড. মাহবুবুল হক
শিক্ষা	ডক্টর প্রণব কুমার বড়ুয়া
ভাষা ও সাহিত্য	রিজিয়া রহমান, ইমদাদুল হক মিলন, অসীম সাহা, আনোয়ারা সৈয়দ হক, মইনুল আহসান সাবের এবং হরিশংকর জলদাস

মনে রাখা ভাল

- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার- স্বাধীনতা পুরস্কার।
- বাংলাদেশের সাহিত্য সর্বোচ্চ পুরস্কার বাংলা- একাডেমি পুরস্কার।
- বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার এর পূর্বনাম ছিল- রাষ্ট্রপতি পুরস্কার।
- প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়- বৃক্ষরোপন অবদানের জন্য (১৯৯৩ সালে)।

গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট বিষয়

তথ্য কণিকা

- বর্তমানে চালুকৃত বেসরকারি এফএম রেডিও- ২১টি।
- বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেল আনন্দ টিভির সম্প্রচার শুরু হয়- ১১ মার্চ ২০১৮।

- বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেল নাগরিক টিভির সম্প্রচার শুরু হয়- ১ মার্চ ২০১৮।
- বর্তমানে দেশে পত্রিকার সংখ্যা- ৩,১১২টি।
- বর্তমানে দেশে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা- ১,২৪৮টি।

বাংলাদেশের খেলাধুলা

ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশ

ফুটবল	ক্রিকেট
বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ২০১৮ (৫ম) চ্যাম্পিয়ন- ফিলিস্তিন রানার্স আপ- তাজিকিস্তান	**ত্রিদেশীয় সিরিজ** স্বাগতিক- শ্রীলংকা, চ্যাম্পিয়ন: ভারত রানার্স আপ: বাংলাদেশ **অনুর্ধ্ব- ১৮ নারী ফুটবল (১ম)** স্বাগতিক: ভুটান, চ্যাম্পিয়ন: বাংলাদেশ রানার্স আপ: নেপাল **অনুর্ধ্ব-১৫ চ্যাম্পিয়নশিপ (৫ম)** স্বাগতিক : নেপাল, চ্যাম্পিয়ন: বাংলাদেশ রানার্স আপ: পাকিস্তান

সাম্প্রতিক রেকর্ড

- ১০ জুলাই ২০১৮ নারীদের টি২০ ক্রিকেটে প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে হ্যাটট্রিক করেন - ফাহিমা খাতুন।
- টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে দুটি ডাবল সেঞ্চুরি করেন- মুশফিকুর রহিম (২১৯ রান; জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে)।
- দেশের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে দুটি ডাবল সেঞ্চুরি করেন- মুশফিকুর রহিম (২১৯ রান; জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে)।

ক্রীড়াঙ্গন আপডেট

- বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের বর্তমান কোচ- স্টিভ রোডস (ইংল্যান্ড)।
- জাতীয় ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক (ওয়ানডে)- মাশরাফি বিন মর্তুজা।
- জাতীয় ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক (টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি- সাকিব আল হাসান।
- মহিলা ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক- রুমানা আহমেদ।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের অবস্থান (ODI Ranking)- ৭ম।
- টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের অবস্থান (ICC Test Ranking)- ৯ম।
- টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বাংলাদেশের অবস্থান- ১০ম।
- এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলর (ACC) সভাপতি- নাজমুল হাসান পাপন (৪র্থ বাংলাদেশী)।

বিবিধ

- বাংলাদেশ ক্রিকেট টেস্ট স্ট্যাটাস পায়- ২৬ জুন ২০০০।
- বাংলাদেশ ওয়ানডে স্ট্যাটাস পায়- ১৫ জুন, ১৯৯৭।

- বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) গঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশ আইসিসির সহযোগী সদস্যপদ পায়- ২৬ জুলাই ১৯৭৭।
- বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম গ্রান্ডমাস্টার খেতাবপ্রাপ্ত- নিয়াজ মোর্শেদ।
- বাংলাদেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক মহিলা দাবাড়ু- রানী হামিদ।

অধ্যায়- ১

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এবং ভূ-রাজনীতি

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা

সিরিয়া সংকট

- হাফেজ আল আসাদের মৃত্যুর পর পুত্র বাশার আল আসাদ সিরিয়ার ক্ষমতা দখল করেন ১৭ জুলাই ২০০০।
- সিরিয়া যুদ্ধে বাশার আল আসাদকে সর্বাত্মক সমর্থন দিচ্ছে রাশিয়া ও ইরান।
- আইএস দমনে সফল দাবী করে যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় ২০ ডিসেম্বর ২০১৮।
- সিরিয়া ইস্যুতে তুরস্ক-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে অবনতির কারণ তুরস্ক কর্তৃক সিরিয়ার কুর্দি অধ্যুষিত 'আফরিন' দখল।
- আইএস দমনে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে প্রায় ৮০টি দেশের বহুজাতিক জোট যুদ্ধে নামার সিদ্ধান্ত নেয় ২০১৪ সালে।
- ইরাকে জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আইএস) স্বঘোষিত খিলাফত রাষ্ট্রটির পতন ঘটে ২০১৭ সালে।

দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপে অস্থিরতা

- ভারত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপ।
- মালদ্বীপের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহাম্মদ সোলিহ।

বিশ্ব তোলপাড় করা দুই কেলেঙ্কারি

পানামা পেপারস কেলেঙ্কারি	প্যারাডাইস পেপারস কেলেঙ্কারি
৩ এপ্রিল ২০১৬ Crime of the Century বা শতাব্দী- সেরা অপরাধ নামে খ্যাত পানামা পেপারস কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়।	প্যারাডাইস পেপারস বিশ্বের ৭৫ হাজারেরও বেশি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক লেনদেন ও মালিকানা- সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের এক বিশাল ডাটাবেজ। এরপর ৫ নভেম্বর ২০১৭ ICIJ কর্তৃপক্ষ তাদের ওয়েবসাইটে এসব নথি প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, পানামা পেপারস কেলেঙ্কারির মতো প্যারাডাইস পেপারস কেলেঙ্কারিতেও ২১ বাংলাদেশীর নাম ওঠে আসে।

ব্রেক্সিট ইস্যুতে উত্তাল বৃটিশ রাজনীতি

- ইইউ- ব্রিটেন সম্পর্ক স্থাপিত হয় ২২ জানুয়ারি ১৯৭২ (প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের উদ্যোগে)।
- লিসবন চুক্তির Article 50 কার্যকরের মাধ্যমে BREXIT প্রক্রিয়া শুরু হয় ২৯ মার্চ ২০১৭।
- যুক্তরাজ্যের বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেরেমি হান্ট ও বেক্সিট বিষয়কমন্ত্রী স্টিফেন বার্কলে।
- BREXIT কার্যকর হবে এবং ব্রিটেন ইইউ থেকে বের হয়ে আসবে ২৯ মার্চ, ২০১৯।
- বেক্সিট চুক্তি অনুমোদন প্রশ্নে ব্যাকস্টপ ব্যবস্থা রেখে যুক্তরাজ্যের সংসদে ভোটাভুটি হয় ১২ মার্চ ২০১৯।
- ১২ মার্চ ২০১৯ এই ভোটাবুটিতে থেরেসা মে'র উত্থাপিত চুক্তিটি প্রত্যাখ্যাত হয় ১৪৯ ভোটের ব্যবধানে।
- চুক্তিটি প্রত্যাখাত হওয়ার কারণ ব্যাকস্টপ বাতিল বা এর মেয়াদ নির্দিষ্ট না করা নিয়ে আইনপ্রণেতাদের আপত্তি।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্র ২৮টি। কার্যকরি সদস্য ২৭টি।
- যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হয় ১৯৭৩ সালে।

ব্রেক্সিট টাইমলাইন (২০১৬-২০২১)

সাল	তারিখ	ঘটনা প্রবাহ
২০১৬	২৩ জুন-BREXIT প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়	
২০১৭	২৯ মার্চ- আনুষ্ঠানিকভাবে BREXIT প্রক্রিয়া এবং Article 50 র বাস্তবায়ন শুরু	
২০১৯	২৯ মার্চ- নাগাদ EU পার্লামেন্ট ও সদস্যদেশগুলোর সরকার প্রধানরা চূড়ান্ত চুক্তিতে ভোট দেবেন ২৯ মার্চ- যুক্তরাজ্য EU থেকে বেরিয়ে যাবে	
২০২১	১ জানুয়ারি- EU ও যুক্তরাজ্যের নতুন বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর অথবা, ট্রানজিটের সময়কাল বাড়ানো অথবা, যুক্তরাজ্যে'র সাথে শুল্ক ব্যবস্থাপনায় থাকা	

আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার মাহাথির

- মালয়েশিয়ায় ১৪তম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৯ মে ২০১৮।
- নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে মাহাথিরের পাকাতান হারাপান।
- বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক প্রধানমন্ত্রী হলেন মাহাথির (৯৬ বছর)।
- I Malaysia Development Berhad (IMDB) একটি রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ তহবিল।

ফ্রান্সের ইয়েলো ভেস্ট আন্দোলন

- আন্দোলন শুরু হয় ১৭ নভেম্বর ২০১৮।
- আন্দোলনের কারণ সরকারী সিদ্ধান্তে জ্বালানি তেলের ওপর বাড়তি কর আরোপ।

- ফ্রান্সের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাঁক্রো এবং প্রধানমন্ত্রী এদুয়ার্দ ফিলিপ।

ভেনিজুয়েলায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট

- নিকোলাস মাদুরোকে সমর্থন দিচ্ছে রাশিয়া, চীন, কিউবা, ইরান, ও তুরস্কসহ রুশ-চীন বলয়ভুক্ত দেশগুলো।
- ভেনিজুয়েলা সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানে পেরুর রাজধানী লিমায় গঠিত হয় 'লিমা গ্রুপ' (৮ আগস্ট ২০১৭)।
- ইইউভুক্ত অন্তত ১৭টি দেশ ভেনিজুয়েলার অন্তবর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে হুয়ান গুয়াইদোকে সমর্থন জানায়।
- সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রসহ ৫০টি দেশ অন্তবর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে স্বীকৃতি দেয় হুয়ান গুয়াইদোকে।
- প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সমর্থন জানায় রাশিয়া, চীন, তুরস্ক ও ইরান।

ইসরাইল এখন ইহুদি রাষ্ট্র

- ইসরাইলকে ইহুদী রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয় ১৯ জুলাই ২০১৮।
- ইসরাইলকে নতুন রাজধানী জেরুজালেম।
- জেরুজালেমকে ইসরাইল রাজধানী ঘোষণা করে ১৯৮০ সালের ৩০ জুলাই।

সি চিন পিং চীনের আজীবন প্রেসিডেন্ট

- চীনের সর্বোচ্চ আইন পরিষদের নাম জাতীয় কংগ্রেস।
- চীনের জাতীয় কংগ্রেসের নাম Great Hall of the people
- চীনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং।
- সম্প্রতি সংবিধান সংশোধন করে 'আজীবন প্রেসিডেন্ট' ঘোষণা করে হয়েছে সি চিন পিং কে।
- সম্প্রতি চীনে তিন সন্তান নীতি অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- চীনে এক সন্তাননীতি বলবৎ ছিল ২০১৫ সাল পর্যন্ত।

তুরস্কের সর্বময় ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট এরদোগান

- ডিক্রি জারির মাধ্যমে বিলুপ্ত করা হয় প্রধানমন্ত্রীর পদ।
- ডিক্রি জারির ফলে বর্তমানে তুরস্কের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান হলেন প্রেসিডেন্ট।

মেসিডোনিয়া এখন সিভারনা মাকেদোনিজা

- মেসিডোনিয়া স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৯১ সালে।
- মেসিডোনিয়ার নতুন নাম 'সিভারনা মাকেদোনিজা' বা 'উত্তর মেসিডোনিয়া প্রজাতন্ত্র' করা হয় ১৭ জুন ২০১৮।

সোয়াজিল্যান্ড থেকে কিংডম অব ইসওয়াতিনি

- সম্প্রতি সোয়াজিল্যান্ডের নাম বদলে 'কিংডম অব ইসওয়াতিনি' রাখেন রাজা তৃতীয় এমসোয়াতি।

ফিলিপাইনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল বাংসামরো

- বাংসামরো ফিলিপাইনের নবগঠিত মুসলিম স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল।
- বাংসামরো অর্থ Nation of the Moro বা মরো জাতির দেশ।
- বাংসামরো গঠনের উদ্দেশ্য মিন্দানাও দ্বীপ এবং তৎসংলগ্ন এলাকার মরো মুসলিমদের স্বায়ত্তশাসন দেয়া।

কিউবায় কাস্ত্রো যুগের অবসান

- বিশ্বের একমাত্র কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের নাম কিউবা।
- কিউবায় কাস্ত্রো যুগের অবসান হয় ১৯ এপ্রিল ২০১৮।
- কিউবার নতুন সংবিধান প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯।

দক্ষিণ আফ্রিকা

- 'রেইনবো নেশন' হিসেবে খ্যাত দক্ষিণ আফ্রিকা।
- বর্ণবাদী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয় ১৮ জুলাই ২০১৮।

ভারত পরিক্রমা

- ভারতের লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১১ এপ্রিল ২০১৯ থেকে।
- ভারতের লোকসভার মোট আসন ৫৪৩টি।
- বিশ্বের সর্বোচ্চ ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে ভারতের গুজরাট রাজ্যে।
- ভাস্কর্যটির নাম স্ট্যাচু অব ইউনিটি (উচ্চতা ১৮২ মিটার বা ৫৯৭ ফুট)।
- ভারতে মুসলিম উদ্বাস্তদেরত নাগরিকত্ব দিতে 'নাগরিকত্ব সংশোধন বিল ২০১৬' পাশ হয় ৮ জানুয়ারি ২০১৯।
- স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচিত মুসলিম মেয়র (কলকাতা সিটি কর্পোরেশন) ফিরহাদ হাকিম।
- বিশ্বের শীর্ষ অভিবাসী দেশ ভারত (অভিবাসী গ্রহণে শীর্ষ দেশ যুক্তরাষ্ট্র)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৬ নভেম্বর ২০১৮।
- জনসংখ্যায় বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ অঙ্গরাজ্য ক্যালিফোর্নিয়া (আয়তনে ৩য়)।
- ক্যালিফোর্নিয়ার একাংশ নিউ ক্যালিফোর্নিয়া নামে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করা যাচ্ছে।
- মেক্সিকোর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত দৈর্ঘ্য ৩,২০১ কি.মি.।

এক নজরে ট্রাম্পকীর্তি

TPP চুক্তি বাতিল

২০১৬ এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ১২টি দেশ 'ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশীপ' (TPP) নামের একটি বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র চুক্তিটি বাতিল কলা ৮ মার্চ ২০১৮ ১১টি দেশ নতুন করে চুক্তি করে। মেক্সিকে যুক্তরাষ্ট্রের মাঝে সনোরা লাইন।

মার্কিন-মেক্সিকো সীমান্ত দেয়াল

২৫ জানুয়ারি ২০১৭ ডোনাল্ড ট্রাম্প মেক্সিকোর সাথে সীমান্তে দেয়াল নির্মাণের নির্বাহী আদেশ জারি করেন।

আমেরিকার ইতিহাসে দীর্ঘকালীন (Shutdown)

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অবৈধ অভিবাসন রুখতে ট্রাম্প দেয়াল নির্মাণ করতে চান মেক্সিকো সীমান্তে।

প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে নাম প্রত্যাহার

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাম প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন ১ জুন ২০১৭।

ইউনেস্কো'র সদস্যপদ প্রত্যাহার

১২ অক্টোবর ২০১৭ ইসরাইলবিরোধী অবস্থানের প্রতি পক্ষপাত দেখানোর অভিযোগ তুলে ইউনেস্কো থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। একইভাবে ২৯ ডিসেম্বর ২০১৭ ইসরাইলও ইউনেস্কো থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের এ ঘোষণা কার্যকর হয় ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮। এর ফলে ইউনেস্কোর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৩।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্ষমতাসীন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান

দেশ	রাষ্ট্রপতি	প্রধানমন্ত্রী
নেপাল	বিদ্যাদেবী ভান্ডারী	কে পি শর্মা অলি
দ. কোরিয়া	মুন জায়ে ইন	লি নাক-ইয়েন
সৌদি আরব	সালমান বিন আবদুল আজিজ (বাদশাহ)	মোহাম্মদ বিন সালমান (যুবরাজ)
গ্রিস	প্রোকোপিস প্যাভালোপোলাস	অ্যালেক্সিস সিপরাস
ফ্রান্স	ইমানুয়েল ম্যাঁক্রো	এডওয়ার্ড ফিলিপ
ভুটান	জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক	ডা. লোটে শেরিং
পাকিস্তান	আরিফুর রহমান আলভি	ইমরান খান
ভারত	রামনাথ কোবিন্দ	নরেন্দ্র মোদি

জার্মানি	ফ্রাংক ওয়াল্টার স্টেইনমিয়া	অ্যাঞ্জেলা মার্কেল (চ্যান্সেলর)
ইতালি	সার্জিও মাত্তারেলা	গুইসেপ কন্টে
উত্তর কোরিয়া	কিম জং উন (সর্বোচ্চ নেতা)	-
নাইজেরিয়া	মোহাম্মদ বুহারি	-
লাইবেরিয়া	জর্জ উইয়া	-
মালদ্বীপ	ইব্রাহীম মোহামেদ সোলিহ	-
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	ডোনাল্ড ট্রাম্প	-
দক্ষিণ আফ্রিকা	সিরিল রামাফোসা	-
কিউবা	মিগুয়েল দিয়াজ- কানেল	-
মেক্সিকো	আন্দ্রেজ ম্যানুয়েল লোপেজ ওবরাডর	-
ব্রাজিল	জাইর বোলসোনারো	-
আর্জেন্টিনা	মৌরিশিও মাকরি	-
ভিয়েতনাম	ডাং থি নগক থিন্থ	নুয়েন জুয়ান ফুক
মিয়ানমার	উইন মিনত	অং সান সু চি (স্টেট কাউন্সিলর)
তাইওয়ান	সাই-ইং-ইয়েন	সু সেং- চ্যাং
ইরাক	বারহাম সালিহ	আদেল আবদুল মাহদি
শ্রীলংকা	মাইথ্রিপালা সিরিসেনা	রনিল বিক্রমসিংহে
মালয়েশিয়া	-	মাহাথির মোহাম্মদ
অস্ট্রেলিয়া	-	স্কট মরিসন
কানাডা	-	জাস্টিন ট্রুডো

ভূ-রাজনীতি

কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত-পাকিস্তান সংঘাত

- সম্প্রতি ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামায় আত্মঘাতী হামলার ঘটনা ঘটে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯।
- পুলওয়ামায় হামলার দায় স্বীকার করে জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ-ই-মোহাম্মদ।
- পাকিস্তানের সমর্থনপুষ্ট জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ-ই-মোহাম্মদের প্রধান হলেন মাসুদ আজহার।
- ভারত পাকিস্তানকে 'মোস্ট ফেভারড নেশন'র (এমএফএন) মর্যাদা দিয়েছিল ১৯৯৬ সালে।
- কাশ্মীর সংকট নিরসনে পাকিস্তানের অনুরোধে জরুরি সভা ডেকেছে ওআইসি (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯)।

এক নজরে ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের ইতিহাস

অক্টোবর ১৯৪৭	দেশ বিভাগের মাত্র দুই মাসের মাথায় কাশ্মীর নিয়ে প্রথম যুদ্ধ হয়।
আগস্ট ১৯৬৫	কাশ্মীর নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বড় ধরণের যুদ্ধ হয়।
ডিসেম্বর ১৯৭১	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ভেতরে বোমা নিক্ষেপ করে ভারতীয় বিমান বাহিনী। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে যুদ্ধটি শেষ হয়।

কাশ্মীরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কাশ্মীরি বিদ্রোহীরা এবং ভারত সরকারের মধ্যে বিরোধের মূল বিষয়টি হল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন।

কাশ্মীর সংকট সমাধানে জাতিসংঘের তৎপরতা
উল্লেখ্য, ১৯৪৯ সালে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ বিরতি হয়।

অপারেশন সার্জিক্যাল স্টাইক

ভারতের সেনা ছাউনি উরিতে হামলার প্রতিশোধ নিতে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে নিয়ন্ত্রিত ও কৌশলী আঘাত হানে দিল্লি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পরিভাষায় যা সার্জিক্যাল স্টাইক। 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' এর বড় উদাহরণ হল পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে মার্কিন নেভি সিলের অপারেশনে রাতের অন্ধকারে নিহত হয়েছিল ওসামা বিন লাদেন।

দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের তৃতীয় সমুদ্রবন্দর

- দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রথম সমুদ্রবন্দর শ্রীলংকার 'হাম্বানটোটা' (৯৯ বছরের জন্য লিজ নিয়েছে)।
- পাকিস্তানের গোয়াদরে একটি সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করছে চীন।
- সর্বশেষ মিয়ানমারের কিয়কপিউ শহরে গভীর সমুদ্রবন্দর (তৃতীয়) নির্মাণের গোষণা দিয়েছে চীন।

ইতিহাসের বৃহত্তম সামরিক মহড়া

- ১৩-১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ চীন ও মঙ্গোলিয়ার সাথে যৌথভাবে সামরিক মহড়ার আয়োজন করে রাশিয়া।

কার্চ প্রণালি নিয়ে রাশিয়া-ইউক্রেন দ্বন্দ্ব

- কৃষ্ণ সাগর ও অ্যাজোভ সাগরের সংযোগকারী হলো কার্চ প্রণালি।
- কার্চ প্রণালি নিয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে।

ইথিওপিয়া-ইরিত্রিয়া সীমান্ত সংঘাতের অবসান

- ইথিওপিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ।
- সীমান্ত সংঘাতের অবসানের লক্ষ্যে সম্প্রতি ইথিওপিয়া-ইরিত্রিয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৯ জুলাই ২০১৮।
- বৈঠকে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী বিরোধপূর্ণ অঞ্চলটির মালিকানা পেয়েছে ইরিত্রিয়া।

কোরীয় উপদ্বীপে শান্তির সুবাতাস

- দুই কোরিয়ার মাঝে ‘শান্তি গ্রাম’ নামে পরিচিত গ্রামটির নাম পানমুনজম।
- পিস হাউস অবস্থিত পানমুনজমের দক্ষিণ কোরিয়া অংশে।
- কোরীয় উপদ্বীপে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কিম-উন শীর্ষ বৈঠক হয় ২৭ এপ্রিল ২০১৮ (পানমুনজমে)।
- ১৯৫০-৫৩ সাল পর্যন্ত চলা কোরীয় যুদ্ধের পর মোট পাঁচবার বৈঠকে বসে দুই কোরিয়া (১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮)।
- উত্তর কোরিয়া রাশিয়ার সমর্থনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।
- দক্ষিণ কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে পুঁজিবাসী রাষ্ট্র।
- দুই কোরিয়ার শান্তি ও উন্নয়নের প্রতীক বলা হয় একটি পাইন গাছকে।
- বিশ্বের অষ্টম পারমাণবিক শক্তিধর দেশ উত্তর কোরিয়া (৯ অক্টোবর ২০০৬)

অধ্যায়- ২
আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্ক

আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসম্পর্ক

রোহিঙ্গা সংকট

- বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনে জাতিসংঘ প্রস্তাব গৃহীত হয় ১৬ নভেম্বর ২০১৮।
- মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের ওপর সামরিক জান্তা নৃশংসা শুরু করে রাখাইন রাজ্যে (২৫ আগস্ট ২০১৭ থেকে)।
- রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে ‘প্রত্যাবাসন চুক্তি’ স্বাক্ষরিত হয় ২৩ নভেম্বর ২০১৭।
- বিশ্বের সর্ববৃহৎ শরণার্থী শিবির এখন কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালং শরণার্থী শিবির।
- মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যার বিচার করার ক্ষমতা পেয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC)।
- গণহত্যার বিচারে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহে আন্তর্জাতিক প্যানেল তৈরী করবে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল।
- বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাসকারী নিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা ১১ লাখ ৬০ হাজার।
- রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাতিসংঘের মহাসচিব ও বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট কিম ইয়ং কিম ঢাকায় আসে ৩০ জুন ২০১৮।

রাখাইন প্রদেশ সৃষ্টি

জানুয়ারি ১৯৪৮ বার্মা স্বাধীনতা লাভ করলে আরাকান স্থায়ীভাবে দেশটির অংশ হয়। ১৯৮১ সালে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা আরাকান রাজ্যের নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করে রাখাইন প্রদেশ।

রোহিঙ্গা সংকটের নেপথ্যে

ব্রিটিশরা তৎকালীন বার্মার স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী ১৩৯টি জাতিগোষ্ঠীর যে তালিকা প্রস্তত করে তাতে রোহিঙ্গাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করেনি। আর এ থেকেই সাম্প্রতিক সূত্রপাত।

সাম্প্রতিক সংকটের সূত্রপাত

মিয়ানমারে ধারাবাহিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়ে ১৯৭৮ সাল থেকে রোহিঙ্গারা প্রতিবেশি বাংলাদেশে আসা শুরু করে। ২৫ আগস্ট ২০১৭ আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মির যোদ্ধারা মিয়ানমারের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্যে ৩০টির মতো পুলিশ ও সেনা চৌকিতে হামলা চালায়।

রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে গৃহীত উদ্যোগ

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশে আশ্রয় নেতা রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে ২৩ নভেম্বর ২০১৭ বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে Arrangement on Return of Displaced Persons from Rakhaine State শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

মিয়ানমার-জাতিসংঘ MOU স্বাক্ষরিত

২৯ মে ২০১৮ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে সহযোগিতা দেয়ার জন্য জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল UNDP এবং জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা UNHCR’র সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে মিয়ানমার। চুক্তির আওতায় ২৩ নভেম্বর ২০১৭ মিয়ানমার ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষর হওয়া প্রত্যাবসান চুক্তি বাস্তবায়নে সহযোগিতা দেবে UNDP ও UNHCR।

ট্রাম্প-পুতিন ঐতিহাসিক বৈঠক

- প্রথমবারের মতো ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক হয় ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকিতে।
- বৈঠকের তারিখ ১৬ জুলাই ২০১৮।

চীন-মার্কিন বাণিজ্য যুদ্ধ

- বাণিজ্যযুদ্ধ ৯০ দিনের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয় ১ ডিসেম্বর ২০১৮।
- বাণিজ্য যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা দেয়া হয় আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ার্সে জি-২০ সম্মেলনে এক বৈঠকে।

ট্রাম্প-উন ঐতিহাসিক বৈঠক

- ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কিম জং উনের প্রথম শীর্ষ বৈঠক হয় সিঙ্গাপুরের সান্তোসা দ্বীপে (১২ জুন ২০১৮)।
- ট্রাম্প-উন প্রথম শীর্ষ বৈঠককে উত্তর কোরিয়ার গণমাধ্যম Meeting of the Century নামে অভিহিত করে।
- ট্রাম্প-কিম দ্বিতীয় শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ (স্থান: হ্যানয়, ভিয়েতনাম)।

আন্তর্জাতিক চুক্তি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের শতবর্ষ (১৯১৮-২০১৮)

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ২৮ জুলাই ১৯১৪।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ১১ নভেম্বর ১৯১৮।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের শতবর্ষ পূর্তি হয় ১১ নভেম্বর ২০১৮।

CPTTP চুক্তি স্বাক্ষর

- চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১১টি দেশ (৮ মার্চ ২০১৮)।
- চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো বিশ্ব বাণিজ্যের ৪০% নিয়ন্ত্রণ করে।
- TTP চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ (যুক্তরাষ্ট্রসহ ১১টি দেশ নিয়ে)
- TTP চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয় ২৩ জানুয়ারি ২০১৭।

মৈত্রী চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাম প্রত্যাহার

- এর প্রতিক্রিয়ায় 'মৈত্রী চুক্তি' থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয় (৩ অক্টোবর ২০১৮)।

পরমাণু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাম প্রত্যাহার

- পারমাণবিক চুক্তিটির নাম Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)।
- যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সাথে স্বাক্ষরিত পরমাণু চুক্তি (JCPOA) থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয় ৮ মে ২০১৮।
- আরোপিত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মূল লক্ষ্যবস্তু হলো ইরানের তেলসম্পদ।

INF চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার নাম প্রত্যাহার

- যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি (INF) স্বাক্ষরিত হয় ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৭।
- INF এর পূর্ণরূপ Intermediate-Range Nuclear Forces।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ৭০ বছর পূর্তি

- মানবাধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘ কমিশন (UNHCR) গঠিত হয় ১৯৪৬ সালে।
- সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা করা হয় ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮।
- সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাটি গৃহীত হয় জাতিসংঘভুক্ত ৫৮টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ৪৮টি সদস্যের ভোটে।
- সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ৭০ বছর পূর্তি হয় ১০ ডিসেম্বর ২০১৮।

আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও বৈঠক

আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও স্থান

সম্মেলনের নাম	সম্মেলন স্থান	পরবর্তী সম্মেলন (স্থান ও সাল)
আরব লিগ শীর্ষ সম্মেলন (২৯তম)	দাহরান, সৌদি আরব	তিউনিসিয়া (২০১৯)
G7 সম্মেলন (৪৪তম)	কুইবেক, কানাডা	ফ্রান্স (২০১৯)
এপেক সম্মেলন (২৬তম)	পোর্ট মোর্সবি, পাপুয়া নিউগিনি	চিলি (২০১৯)
ওপেক সম্মেলন (১৭৫তম)	ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া	ভিয়েনা,অস্ট্রিয়া (২০১৯)
এশিয়া-প্যাসিফিক সামিট	কাঠমান্ডু, নেপাল	সাংহাই, চীন (২০১৯)
GFMD সম্মেলন (১১তম)	মারাকেশ, মরক্কো	ইকুয়েডর (২০১৯)
AU শীর্ষ সম্মেলন (৩২তম)	আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া	কায়রো, মিশর (২০১৯)
বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (COP 24)	কাতোভিচ, পোল্যান্ড	চিলি (২০১৯)
G20 সম্মেলন (১৩তম)	বুয়েন্স আয়ার্স, আর্জেন্টিনা	ভারত (২০২২)
আসিয়ান সম্মেলন (৩৩তম)	সিঙ্গাপুর	চিয়াং মেই, থাইল্যান্ড (২০১৯)
আসেম সম্মেলন (১২তম)	ব্রাসেলস, বেলজিয়াম	নমপেন, কম্বোডিয়া (২০২০)
বিমসটেক সম্মেলন (৪র্থ)	কাঠমান্ডু, নেপাল	কলম্বো, শ্রীলঙ্কা (২০১৯)
BRICS সম্মেলন (১০ম)	জোহানেসবার্গ দ.আফ্রিকা	ব্রাজিল (২০১৯)
D8 সম্মেলন (৯ম)	ইস্তাম্বুল, তুরস্ক	বাংলাদেশ (২০১৯)

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

- পরবর্তী সম্মেলনের স্থান এবারের পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণনয়; শুধু জেনে রাখুন।
- GFMD এর পূর্ণরূপ Global Forum on Migration & Development
- IFAD এর পূর্ণরূপ International Fund for Agricultural Development

আন্তর্জাতিক বৈঠক ও বৈঠকের স্থান

বৈঠকের নাম	বৈঠকের স্থান
ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম (৪৮তম)	দাভোস-ক্লোস্টার্স, সুইজারল্যান্ড
United Nations General Assemboly (৭৩তম)	জাতিসংঘ সদর দপ্তর, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
IMF-বিশ্বব্যাংক	বালি, ইন্দোনেশিয়া
Asian Infrastructure Investment Bank (৩য়)	মুম্বাই, ভারত
International Development Bank (৪৩তম)	তিউনিস, তিউনিসিয়া
Asian Development Bank (৫১তম)	ম্যানিলা, ফিলিপাইন
Bangladesh Development Forum (৩৭তম)	ঢাকা, বাংলাদেশ
OIC পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠক (৪৫তম)	ঢাকা, বাংলাদেশ

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

- OIC পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের ৪৫তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায় (৫-৬ মে ২০১৮): দ্বিতীয়বারের মতো।
- ঢাকায় প্রথমবারের মতো OIC পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন হয়- ১৯৮৩ সালের ৬-১১ ডিসেম্বর।
- বাংলাদেশ আইএমএফ এর কার্যালয় অবস্থিত আগারগাঁও, ঢাকা (পূর্বে ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের ৫ম তলায়)।

সামরিক ঘাঁটি, সাবমেরিন, যুদ্ধবিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র

সাবমেরিন ঘাঁটি

- তারতুস নৌঘাঁটি অবস্থিত সিরিয়ায় (তারতুস সিরিয়ায় দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর)।
- সোভিয়েন ইউনিয়নের সময় থেকেই রুশ বাহিনীর নৌঘাঁটি ছিল তারতুসে।
- নৌ ঘাঁটিটি ব্যবহারকারী দেশগুলো হলো অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও পাপুয়া নিউগিনি।
- ত্রিদেশীয় এই নৌ ঘাঁটিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্যিক রুটের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা।
- এশিয়ায় মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি ওকিনাওয়া দ্বীপে (জাপান)।
- দেশের বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম সামরিক ঘাঁটি জিবুতিতে।
- 'হামফ্রেইস' সামরিক ঘাঁটি দক্ষিণ কোরিয়ায় (যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে)।
- মার্কিন সামরিক ঘাঁটি 'বাগরাম' অবস্থিত আফগানিস্তানে।
- দেশের বাইরে সামরিক উপস্থিতি বাড়াতে ভারত সেনা ঘাঁটি গড়ে তুলছে সিচেলিসে।

সাবমেরিন, যুদ্ধবিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র

- 'স্টেইটাস-৬ ব্যবস্থা' হলো মনুষ্যবিহীন (ড্রোন) পারমাণবিক সাবমেরিন।
- 'স্টেইটাস-৬ ব্যবস্থা' ড্রোন সাবমেরিনটি রাশিয়ায়।
- রাশিয়ায় তৈরি দুটি হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র Avangard ও Kinzhal।
- ব্রহ্মোস (BrahMos) সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইলটি ভারতের তৈরি।
- ৫ সদস্যবিশিস্ট গোয়েন্দা নজরদারি জোট Five Eye।
- Starry Sky-2 হাইপারসনিক বিমান (চীনের তৈরি)।
- চীনের তৈরি প্রথম বিমানবাহী রণতরী Type 001A।
- চীনের তৈরি বহুমুখী যুদ্ধবিমান এফটিসি- ২০০০জি।
- শয়তান-২ বা RS-28 ক্ষেপণাস্ত্রটি রাশিয়ার তৈরি।
- ফাতেহ, ঘাদির ও কিলো সাবমেরিন তিনটি ইরানের।
- হোভেইজে, দেজফুল ও জোলফাঘার ক্ষেপণাস্ত্র ইরানের তৈরি।
- '৫পি-৪২ ফিলিন' বা ইগল-প্যাঁচা' নামের অ-মরণাস্ত্র টাইপের অস্ত্র তৈরি করেছে রাশিয়া।
- চীনের তৈরি Dong-Feng 26 (DF- 26) নামের ক্ষেপণাস্ত্রটিকে বলা হয় গুয়াম কিলার।
- চীনের নিজস্ব তৈরি প্রথম বিমানবাহী রণতরী টাইপ 001A।
- ফাদার অব অল বোম্বস (FOAB) রাশিয়ার তৈরি।

- মাদার অব অল বোম্বস (MOAB) যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি।
- রাশিয়া ৫ম প্রজন্মের অদৃশ্য সুপারসনিক জেট এসইউ- ৫৭।
- বিশ্বের সর্ববৃহৎ যুদ্ধজাহাজ USS Gerald R Ford (যুক্তরাষ্ট্র)।
- টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র হলো মধ্যম পাল্লার এক ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র।
- সাযযাদ থ্রি নামের ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ করছে ইরান।
- পি৩সি/P3C অ্যান্টি সাবমেরিন।
- স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জ দক্ষিণ চীন সাগরে (ভিয়েতনামের কাছে)।
- নাইন ড্যাশ লাইন চীন-ভিয়েতনাম সীমান্তে।

বিবিধ:

- বিশ্বে সামরিক খাতের ব্যয়ে শীর্ষদেশ যুক্তরাষ্ট্র (২য় চীন, ৩য় সৌদি আরব, ৪র্থ রাশিয়া, ৫ম ভারত)।
- বিশ্বে সামরিক শক্তিতে শীর্ষ দেশ যুক্তরাষ্ট্র (রাশিয়া ২য়, চীন ৩য়, ভারত ৪র্থ, ফ্রান্স ৫ম)।
- বিশ্বে অস্ত্র বিক্রয়ে শীর্ষ দেশ যুক্তরাষ্ট্র (রাশিয়া দ্বিতীয়)।
- পারমাণবিক ক্ষমতাধর রাষ্ট্র ৯টি যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স , চীন, ইসরায়েল, উত্তর কোরিয়া, ভারত ও পাকিস্তান।
- ভারত প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষা চালায় ১৯৭৪ সালে।
- প্রথম পারমাণবিক বোমা বানায় যুক্তরাষ্ট্র (বিশ্বে একমাত্র দেশ হিসেবে এটা যুদ্ধেও ব্যবহার করেছে)।
- রাশিয়া সর্বপ্রথম পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালায় ১৯৪৯ সালে।
- ভারত ও নেপালের মধ্যবর্তী সীমান্তবর্তী অঞ্চল তাপলেজং।

অধ্যায়-৩
আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইস্যু ও কূটনীতি

কপ- ২৪ সম্মেলন

৩-১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ পোল্যান্ডের কাতোভিচে জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন (Cop- 24) অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বহুল প্রত্যাশিত প্যারিস জলবায়ু চুক্তি কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত হয়নি। সম্মেলনে অংশ নেয়া ১৯৬টি দেশের নেতারা চুক্তিটি ২০২০ সাল থেকে কার্যকর করার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। উল্লেখ্য, ২০১২০ সালের মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে প্যারিস জলবায়ু চুক্তির লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে না।

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় বৈশ্বিক কর্মসূচি খাতে ২০ কোটি ডলার দেবে বিশ্বব্যাংক। এই অর্থ খরচ করা হবে ২০২১-২৫ মেয়াদে (৫ বছরে)। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় ২০২০ সালের মধ্যে উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশে বছরে সমন্বিতভাবে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ১০ হাজার কোটি ডলার ব্যয় করবে।

মনে রাখা ভাল

- জাতিসংঘের জীববৈচিত্র্য বিষয়ক প্রধান ক্রিস্টিনা পাসকা পালমার।
- বাস্তুসংস্থান ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে একটি বৈশ্বিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে ২০২০ সালে।
- পরিবেশের সুরক্ষায় জাতিসংঘের আগের দুটি আইন প্রণীত হয় ২০০১ এর ২০১০ সালে।

প্যারিস জলবায়ু চুক্তি

- প্যারিস জলবায়ু চুক্তি হয়েছিল ১২ ডিসেম্বর ২০১৫; ফ্রান্সের প্যারিসে (কপ ২১ সম্মেলনে)।
- প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে ২২ এপ্রিল ২০১৬।
- চুক্তি অনুযায়ী 'জলবায়ু তহবিলে' ধনী দেশগুলো ১০০ মিলিয়ন মা.ড. দেবে (২০২০ সাল থেকে)।
- চুক্তিতে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার অন্তত: ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখার কথা বলা হয়েছে।
- প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্র নাম প্রত্যাহার করে নেয় ১ জুন ২০১৭।
- প্যারিস জলবায়ু চুক্তি কার্যকর হওয়ার কথা ছিল ২০১৮ সালে (কপ-২৪ সম্মেলনে)।
- কপ- ২৪ সম্মেলনে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি কার্যকর করতে ঐকমত্য হয়েছে ২০২০ সাল থেকে।

পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক রিপোর্ট-সমীক্ষা

- বিশ্বে কার্বন- ডাই-অক্সাইড নিঃসরণে শীর্ষ দেশ চীন (দ্বিতীয় যুক্তরাষ্ট্র)।
- গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে বিশ্বের শীর্ষ দেশ চীন।
- বিশ্বব্যাংকের হিসেবে পরিবেশ দূষণে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ দেশ বাংলাদেশ।
- বিশ্বে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে ১১৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৯৭তম। [সূত্র: বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন]।
- বাংলাদেশে বায়ু দূষণের অন্যতম উৎস ইটভাটা; ৫৮% [সূত্র: বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন]
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা শীর্ষ দেশ ভানুয়াতু (বাংলাদেশে ৯ম)।
- বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণে বছরে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৫২ হাজার কোটি টাকা [সূত্র: বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন]
- পরিবেশ দূষণজনিত রোগে বাংলাদেশে বছরে মারা যায় ২৮% শতাংশ মানুষ [সূত্র: বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন]
- পরিবেশ দূষণে মৃত্যুর হারে শীর্ষ দেশ বাংলাদেশ [সূত্র: যুক্তরাজ্যভিত্তিক চিকিৎসা গবেষণা সাময়িকী দ্য ল্যানসেট]।
- বিশ্বের শীর্ষ দূষিত বায়ুর শহরে ঢাকার অবস্থান দ্বিতীয় [সূত্র: পরিবেশ সংরক্ষণবিষয়ক সংস্থা ইপিএ'র প্রতিবেদন]।
- পরিবেশ দূষণে নিয়ন্ত্রণে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৯তম [সূত্র: ইপিএ'র প্রতিবেদন]।

- বিশ্বের মেগাসিটির শহরঘুলোর সবচেয়ে দূষিত বায়ুর তালিকায় ঢাকার অবস্থান তৃতীয় [সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা]।
- বিশ্বের শীর্ষ দূষিত বায়ুর শহর ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি [সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা]।
- দূষিত শহরের সূচকে শীর্ষ শহর কাঠমান্ডু, নেপাল [সূত্র: US Air Quality Index 2018]।
- দূষণের মাত্রার দিক থেকে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা চতুর্থ [সূত্র: US Air Quality Index 2018]।
- প্লাস্টিক দূষণে বাংলাদেশ দশম।

পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস

তারিখ	দিবস	তারিখ	দিবস
২৩ মার্চ	বিশ্ব আবহাওয়া দিবস	১৬ সেপ্টেম্বর	আন্তর্জাতিক ওজোন স্তর সংরক্ষণ দিবস
২২ এপ্রিল	বিশ্ব ধরিত্রী দিবস	১৩ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস
৫ জুন	বিশ্ব পরিবেশ দিবস	১৯ নভেম্বর	বিশ্ব টয়লেট দিবস

অধ্যায়-৪
আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি

আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য

সংস্থা সংগঠন	সদস্য	সর্বশেষ সদস্য
কমনওয়েলথ	৫৩	গাম্বিয়া
এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক (AIIB)	৭০	বেলারুশ
বিশ্ব শুল্ক সংস্থা (WCO)	১৮৩	সুরিনাম
বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO)	১৮৬	অ্যান্ডোরা
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল	১০৫	যুক্তরাষ্ট্র
ইউনেস্কো	১৯৩	-
OPEC	১৪	কঙ্গো প্রজাতন্ত্র
আন্তর্জাতিক নবায়নযোগ্য শক্তি সংস্থা (IRENA)	১৫৯	তুর্কমেনিস্তান
INTERPOL	১৯৪	ভানুয়াতু
অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (OECD)	৩৬	লিথুয়ানিয়া
পুনর্গঠন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ইউরোপীয় ব্যাংক (EBRD)	৬৯	ভারত
পুঁজি বিনিয়োগজনিত বিরোধ নিষ্পত্তির আন্তর্জাতিক কেন্দ্র (ICSID)	১৫৪	মেক্সিকো

জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থা (UNCTAD)	১৯৫	ফিলিস্তিন
জাতিসংঘ শিল্পোন্নয়ন সংস্থা (UNIDO)	১৬৮	ফিলিস্তিন
আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM)	১৭২	পালাউ
আন্তর্জাতিক মুদ্রা চলাচল সংস্থা (IMO)	১৭৪	নাউরু
রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সংস্থা (OPCW)	১৯৩	ফিলিস্তিন
ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (IPU)	১৭৮	ভানুয়াতু
Indian Ocean Rim Association (IRO)	২২	মালদ্বীপ
আন্তর্জাতিক জলসম্পদ সংস্থা (IHO)	৮৬	বুলগেরিয়া
আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA)	১৭১	সেন্ট লুসিয়া
WIPO	১৯১	পূর্ব তিমুর
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC)	১০৫	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মনে রাখা ভাল

- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ ইউনেস্কো'র সদস্যপদ প্রত্যাহার করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল (বর্তমান সদস্য ১৯৩)।
- ওপেকের ৮স অ-আরব সদস্য দেশ কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (সদস্যপদ লাভ করে ২২ জুন ২০১৮)।
- ১ জানুয়ারি ২০১৯ ওপেকের সদস্যপদ প্রত্যাহার করে কাতার (বর্তমান সদস্য ১৪)।
- কমনওয়েলথের সদস্যপদ ত্যাগ করে পুনরায় যোগদানকারী দেশ ৪টি (পাকিস্তান, দ.আফ্রিকা, ফিজি, গাম্বিয়া)।
- ৯ জানুয়ারি ২০১৯ পুনরায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের সদস্য হয় যুক্তরাষ্ট্র (বর্তমানে সদস্য ১০৫)।
- কমনওয়েলথ এ পর্যন্ত সদস্যপদ স্থগিত হয়েছে ৪টি দেশের (আয়ারল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে, গাম্বিয়া, মালদ্বীপ)।
- ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পুনরায় কমনওয়েলথের সদস্য হয় গাম্বিয়া (বর্তমান সদস্য ৫৩)
- জিম ইয়ং কিম ছিলেন বিশ্বব্যাংকের ১২তম প্রেসিডেন্ট।
- জিম ইয়ং কিম বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১ জুলাই ২০১২।
- বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম পদত্যাগ করেন ৭ জানুয়ারি ২০১৯ (কার্যকর হয় ১ ফেব্রুয়ারি থেকে)।
- বিশ্ব ব্যাংকের ১৩তম প্রেসিডেন্ট - ডেভিড ম্যালপাস

অধ্যায়- ৫

অন্যান্য পুরস্কার (২০১৮-১৯)

- ২০১৮ সালের মান বুকার প্রাইজ লাভ করেন আইরিশ লেখিকা অ্যানা বার্নস।
- অ্যানা বার্নস ম্যান বুকার প্রাইজ পান তাঁর Milkman উপন্যাসের জন্য।
- ২০১৮ সালে সার্ক সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন নাজিবুল্লাহ মানালাই (আফগানিস্তান)।

- ২০১৮ সালে সিউল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন নরেন্দ্র মোদি (ভারতের প্রধানমন্ত্রী)।
- প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করেন মোহাম্মদ পনির হোসেন
- মোহাম্মদ পনির হোসেন হলেন পুরস্কার জয়ী রয়টার্সের সাংবাদিক টিমের অন্যতম সদস্য।

রিপোর্ট-সমীক্ষা- জরিপ

বিশ্ব বাণিজ্য পরিসংখ্যান ২০১৮

- শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশ: চীন
- শীর্ষ আমদানিকারক দেশ: যুক্তরাষ্ট্র
- পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ: দ্বিতীয়
- বস্ত্র আমদানিতে বাংলাদেশ: চতুর্থ
- কৃষি পণ্য রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র
- কৃষি পণ্য আমদানিতে শীর্ষ দেশ: চীন
- লোহা ও ইস্পাত রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ: চীন
- লোহা ও ইস্পাত আমদানিতে শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র
- মোটরগাড়ি রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ: জাপান
- মোটরগাড়ি আমদানিতে শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র
- বস্ত্র রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ: চীন
- বস্ত্র আমদানিতে শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র
- পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ: চীন
- পোশাক আমদানিতে শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৮

- শীর্ষ দেশ: নরওয়ে
- বাংলাদেশের অবস্থান: ১৩৬তম
- প্রতিবেদন প্রকাশ করে: ইউএনডিপি

মানবসম্পদ সূচক

- শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র
- বাংলাদেশের অবস্থান: ১০৬তম
- প্রতিবেদন প্রকাশ করে: বিশ্বব্যাংক

গণতন্ত্র সূচক

- শীর্ষ দেশ: নরওয়ে
- সর্বনিম্ন দেশ: উত্তর কোরিয়া
- বাংলাদেশের অবস্থান: ৮৮তম

বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট ২০১৮

- জনসংখ্যায় শীর্ষ দেশ: চীন
- জনসংখ্যায় বাংলাদেশ: ৮ম
- সার্কভুক্ত দেশে জনসংখ্যায় শীর্ষ দেশ: ভারত
- সার্কভুক্ত দেশে জনসংখ্যায় বাংলাদেশ: তৃতীয়
- প্রতিবেদন প্রকাশ করে: UNFPA

বিশ্বের ব্যয়বহুল শহর (মার্সার)

- শীর্ষ ব্যয়বহুল শহর: হংকং (চীন)
- ঢাকার অবস্থান: ৬৬তম

Worldwide Cost of Living (দ্য ইকোনমিষ্ট)

- শীর্ষ ব্যয়বহুল শহর: সিঙ্গাপুর সিটি, সিঙ্গাপুর
- ঢাকার অবস্থান: ৭২তম

বৈশ্বিক অভিবাসী ও প্রবাসী আয়

- রেমিট্যান্স আহরণে শীর্ষ দেশ: ভারত
- বাংলাদেশের অবস্থান: ৯ম
- প্রতিবেদন প্রকাশ করে: বিশ্বব্যাংক

Traffic Index 2019

- যানজটে শীর্ষ শহর: ঢাকা, বাংলাদেশ
- যানজটে দ্বিতীয় শীর্ষ শহর: কলকাতা, ভারত
- প্রতিবেদন প্রকাশ করে: Numbeo

মাথাপিছু প্রবৃদ্ধিতে শীর্ষ দেশ

- শীর্ষ দেশ: বাংলাদেশ, ভারত ও চীন
- প্রতিবেদন প্রকাশ করে: The Spectator

দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১৮

- সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ: সোমালিয়া

- সূচকে বাংলাদেশ: হাইব্রিড গণতন্ত্রের দেশ
- সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ: ডেনমার্ক
- বাংলাদেশের অবস্থান: ১৪৯তম (উর্ধ্বক্রমে); ১৩তম (নিম্নক্রমে)। বাংলাদেশের সাথে একই অবস্থানে আছে মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র ও উগান্ডা
- সূচক প্রকাশ করে: বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল।

ইথনোলগ বিশ্ব ভাষাচিত্র ২০১৯

- বিশ্বে প্রচলিত ভাষা: ৭,১১১
- সর্বাধিক ভাষার দেশ: পাপুয়া নিউগিনি (৮৪০টি)
- বিশ্বে শীর্ষ ব্যবহৃত ভাষা: চৈনিক
- ব্যবহারকারীর দিক থেকে বাংলা ভাষার স্থান: ৬ষ্ঠ

হারানো মুখ

কফি আনান জন্ম: ৮ মে ১৯৩৮ মৃত্যু: ১৮ আগস্ট ২০১৮	জাতিসংঘের ৭ম মহাসচিব (দুই মেয়াদে ১ জানুয়ারি ১৯৯৭-৩১ ডিসেম্বর ২০০৬)। ২০০১ সালে জাতিসংঘ ও কফি আনান যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল লাভ করেন। ২০১৬ সালে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে গঠিত আনান কমিশনের প্রধান হন। রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আনান কমিশন ৮৮টি সুপারিশ করে।
স্টিফেন হকিং জন্ম: ৮ জানুয়ারি ১৯৪২ মৃত্যু: ১৪ মার্চ ২০১৮	ব্রিটিশ তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ মহাবিস্ফোরণ (Big Bang) এবং কৃষ্ণগহ্বর (Black Hole) তত্ত্বের জনক। বিখ্যাত গ্রন্থ A Brief History of Time
অটল বিহারী বাজপেয়ী জন্ম: ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৪ মৃত্যু: ১৬ আগস্ট ২০১৮	ভারতের তিনবারের সহপ্রতিষ্ঠাতা ১৯৭৭ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের মন্ত্রী হন। ২০১৫ সালে 'ভারতরত্ন'' সম্মাননা লাভ করেন।
কুলদীপ নায়ার জন্ম: ১৪ আগস্ট ১৯২৩ মৃত্যু: ২৩ আগস্ট ২০১৮	ভারতীয় সাংবাদিক, কলাম লেখক ও মানবাধিকার কর্মী। 'বিটুইন দ্য লাইন' কলামটি দেশ-বিদেশের ১৭টি ভাষার ৮০টি পত্রিকায় ছাপা হয়। যুক্তরাজ্যে ভারতের সাবেক হাইকমিশনার।

খেলাধুলা

ক্রিকেট

এশিয়া কাপ ২০১৮ (১৪তম)

- স্বাগতিক: সংযুক্ত আরব আমিরাত
- চ্যাম্পিয়ন: ভারত
- রানার্স আপ: বাংলাদেশ
- প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ: শিখর ধাওয়ান (ভারত)

অনুর্ধ্ব- ১৯ এশিয়া কাপ (৭ম)

- স্বাগতিক: বাংলাদেশ
- চ্যাম্পিয়ন: ভারত
- রানার্স আপ: শ্রীলংকা
- প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ: জাসাভি জয়সওয়াল (ভারত)

অনুর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট (১২তম)

- স্বাগতিক: নিউজিল্যান্ড
- চ্যাম্পিয়ন: ভারত
- রানার্স আপ: অস্ট্রেলিয়া
- প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ: সুবমান গিল (ভারত)

নারী এশিয়া কাপ (৭ম)

- স্বাগতিক: মালয়েশিয়া
- চ্যাম্পিয়ন: বাংলাদেশ
- রানার্স আপ: ভারত
- প্লেয়ার অব দ্য ফাইনাল: রুমানা আহমেদ (বাংলাদেশ)
- প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ: হারমানপ্রীত কাউর (ভারত)

ফুটবল

২১তম বিশ্বকাপ ফুটবল

চ্যাম্পিয়ন: ফ্রান্স, রানার্স আপ: ক্রোয়েশিয়া ,স্বাগতিক: রাশিয়া, ভেন্যু: ১২টি (১১ শহরে), মাসকট: জাবিভাকা (ZABIVAKA), বল: TELESTAR 18, অফিসিয়াল সঙ্গীত: Live it up!, গোল্ডেন বল: লুকা মডরিচ(ক্রোয়েশিয়া), সিলভার বল: ইডেন হ্যাজার্ড (বেলজিয়াম), বৌঞ্জ বল: আতোয়া গ্রিজম্যান (ফ্রান্স), গোল্ডেন বুট: হ্যারি কেন (ইংল্যান্ড), সিলভার বুট: আতোয়া গ্রিজম্যান (ফ্রান্স), ব্রোঞ্জ বুট: রোমেলু লুকাকু (বেলজিয়াম), সেরা উদীয়মান ফুটবলার: কিলিয়ান এমবাপ্পে (ফ্রান্স), ফেয়ার প্লে ট্রপি: স্পেন

২২তম বিশ্বকাপ ফুটবল

- স্বাগতিক: কাতার

মুসলিম দেশে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্বকাপ

আগামীর ক্রীড়াঙ্গন

কোন খেলা কবে কোথায় অনুষ্ঠিত হবে

খেলাধুলা	অনুষ্ঠিত হবে	স্বাগতিক দেশ
১২তম বিশ্বকাপ ক্রিকেট	২০১৯	ইংল্যান্ড
১৩তম বিশ্বকাপ ক্রিকেট	২০২৩	ভারত
৭ম টি ২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট	২০২০	অস্ট্রেলিয়া
৭ম মহিলা টি ২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট	২০২০	অস্ট্রেলিয়া
৯ম চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ক্রিকেট	২০২১	ভারত

১২তম মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট	২০২১	নিউজিল্যান্ড
১৩তম অনুর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট	২০২০	দক্ষিণ আফ্রিকা
২২তম বিশ্বকাপ ফুটবল	২০২২	কাতার
২৩তম বিশ্বকাপ ফুটবল	২০২৬	আমেরিকা, কানাডা, মেক্সিকো
৪৬তম কোপা আমেরিকা	২০১৯	ব্রাজিল
৮৩তম বিশ্ব হকি চ্যাম্পিয়ন্স	২০১৯	স্লোভাকিয়া
৩২তম গ্রীস্মকালীন অলিম্পিক	২০২০	জাপান
২৪তম শীতকালীন অলিম্পিক	২০২২	চীন
১৫তম শীতকালীন স্পেশাল অলিম্পিক	২০১৯	সংযুক্ত আরব আমিরাত
২২তম কমনওয়েলথ গেমস	২০২২	যুক্তরাজ্য

বিবিধ

- নাইটহুড উপাধি পেয়েছেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার অ্যালিস্টার কুক।
- এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের বর্তমান সদর দপ্তর কলম্বো, শ্রীলংকা।

সালতামামি

- সিআইএ'র প্রথম নারী পরিচালক জিনা হাসপেল।
- মার্কিন কংগ্রেসে প্রথমবারের মতো নির্বাচিত দুই নারী মুসলিম সদস্য সোমালি অভিবাসী ইলহান ওমর এবং ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত রশিদা তালিব।
- মার্কিন কংগ্রেসে প্রথমবারের মতো নির্বাচিত আফ্রিকান-আমেরিকান নারী ডেমোক্র্যাট প্রার্থী আয়ান্না প্রেসলি।
- বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের প্রথম রচিত শিশুতোষ গ্রন্থ হালুম।
- No Spin অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার শেন ওয়ার্নের আত্মজীবনী Big Answers to the Big Questions স্টিফেন হকিংয়ের সর্বশেষ গ্রন্থ; The President is Missing বিল ক্লিনটন ও জেমস প্যাটারসনের উপন্যাস; Becoming সাবেক মার্কিন ফার্স্ট লেডি মিশেল ওবামার হোয়াইট হাউসের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ।
- ফোর্বস ম্যাগাজিনের জরিপে বিশ্বের শীর্ষ ক্ষমতাধর নারী জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল
- ফোর্বস ম্যাগাজিনের জরিপে বিশ্বের শীর্ষ ধনী জেফ বেজোস (আমাজনের প্রতিষ্ঠাতা; যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক)।
- ফোর্বস ম্যাগাজিনের জরিপে বিশ্বের শীর্ষ ক্ষমতাধর ব্যক্তি চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং (২য় পুতিন, ৩য় ট্রাম্প)।
- বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী মুসলিম তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোগান।
- টাইম ম্যাগাজিনের ১০০ প্রভাবশালীর তালিকায় শীর্ষ ডোনাল্ড ট্রাম্প (স্থান পেয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও)।
- বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সেতু Hong Kong- Zhuhai-Macau Bridge (দের্ঘ্য ৫৫ কি.মি.; চীনে)|

- বিশ্বের দীর্ঘতম সড়ক সেতু বাং না এক্সপ্রেসওয়ে (দৈর্ঘ্য ৫৪ কি.মি.; থাইল্যান্ডে)
- ইউরোপের দীর্ঘতম সেতু ক্রিমীয় সেতু বা কাচ সেতু (দৈর্ঘ্য ১৮.১ কি.মি.; কার্চ প্রণালির ওপর নির্মিত)।

ভূগোল ও পরিবেশ

সাম্প্রতিক সময়ে আঘাত হানা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ

নাম	ধরণ	স্থান	আঘাত হানে
শানশান	ঘূর্ণিঝড়	টোকিও, জাপান	৯ আগস্ট ২০১৮
জেবি	ঘূর্ণিঝড়	টোকিও, জাপান	৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮
মাংখুত	টাইফুন	ফিলিপাইন	১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮
ফ্লোরেন্স	হারিকেন	নর্থ ক্যারোলিনা, যুক্তরাষ্ট্র	১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮
মাইকেল	হারিকেন	ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র	১০ অক্টোবর ২০১৮
উইলা	হারিকেন	মেক্সিকো	২৩ অক্টোবর ২০১৮
তিতলি	ঘূর্ণিঝড়	উড়িষ্যা, ভারত	১১ অক্টোবর ২০১৮
লুবান	ঘূর্ণিঝড়	ভারত	১১ অক্টোবর ২০১৮
গজ	ঘূর্ণিঝড়	তামিলনাড়ু, ভারত	১৬ নভেম্বর ২০১৮
ফেথাই	ঘূর্ণিঝড়	অন্ধ্র প্রদেশ, ভারত	১৭ ডিসেম্বর ২০১৮

বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০

- বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা- বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (ডেল্টা প্লান ২১০০)।
- প্রকল্পটির মূল প্রতিপাদ্য- জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো।
- বদ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দেশের অঞ্চলগুলোকে ভাগ করা হয়েছে- ৬টি অঞ্চলে।
- যে দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশে বদ্বীপ পরিকল্পনা- ২১০০ প্রণয়ন করা হয়েছে- নেদারল্যান্ডস।
- বাংলাদেশে বদ্বীপ পরিকল্পনা- ২১০০ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করছে- নেদারল্যান্ডস।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় বদ্বীপ- বাংলাদেশ (বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ- সুন্দরবন)।
- বদ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে ২০৩০ সালের মধ্যে মোট জিডিপিতে বাড়তি প্রবৃদ্ধি হবে- দেড় শতাংশ।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাল

স্পারসো পরিবেশ নীতি	১৯৮০	পরিবেশ সংরক্ষণ আইন	১৯৯৫
জাতীয় পরিবেশ নীতি	১৯৯২	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা	১৯৯৭
বেলা গঠিত	১৯৯২	বাপা গঠিত হয়	২০০০
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো গঠিত	১৯৯৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি চালু	২০০৪
বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন	১৯৯৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন	২০১২

		প্রণীত	
জাতীয় বৃক্ষমেলা প্রবর্তন	১৯৯৪	জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র অনুমোদন	২০১৩

একনজরে সাম্প্রতিক

- ৩০ অক্টোবর ২০১৭- ৭ই মার্চ ভাষণকে ইউনেস্কো স্বীকৃতি প্রদান করে।
- ৪ নভেম্বর ২০১৭- BD ৩২তম দেশ হিসেবে বিশ্ব পরমাণু ক্লাবে যোগ।
- ৮ জানুয়ারি ২০১৮- BD শীতলতম দিন। পঞ্চগড় তাপমাত্র- ২.৬°
- ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮- ১৭তম ব্যক্তি ও ২১তম President হিসেবে শপথ নেন AH.
- ৬ মার্চ ২০১৮- ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনী মারা যান।
- ১২ মার্চ ২০১৮- নেপালের ত্রিভুবনে US- 400 বিধ্বস্ত।
- ১৪ মার্চ ২০১৮- স্টিফেন হকিং মারা যান।
- ২১ মার্চ ২০১৮- কাঁকন বিবি মারা যান।
- ১৬ মার্চ ২০১৮- LDC উত্তোরনের যোগ্যতা অর্জন করে।
- ২ এপ্রিল ২০১৮- ১২তম সিটি কর্পোরেশন হিসেবে ময়মনসিংহ এর যাত্রা শুরু।
- ১১ এপ্রিল ২০১৮- অস্ট্রেলিয়ায় ২১তম কমনওয়েলথ গেম শুরু।
- ৮ মে ২০১৮- ইরানের সাথে করা পরমাণু চুক্তি থেকে বেরনের ঘোষণা দেন USA President.
- ১১ মে ২০১৮- দিবাগত রাত ২.১৪ মি. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেণপণ
- ১৪ মে ২০১৮ জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস স্থাপন।
- ২৪ মে ২০১৮-উত্তর কোরিয়ার ১মাত্র পারমানবিক পরীক্ষা কেন্দ্র পুঙ্গে-রি ধ্বংস করে উত্তর কোরিয়া।
- ২৬ মে ২০১৮- সীমান্ত গ্রাম পানমুনজমে ২ কোরিয়া নেতা মিলিত হন।
- ২৬ মে ২০১৮-কাজী নজরুল UN West Bengan শেখ হাসিনাকে D lot দেন।
- ১০ জুন ২০১৮- ৭ম নারী এশিয়া কাপে ভারতকে হারিয়ে BD মেয়েরা শিরোপা জয়লাভ করে।
- ১২ জুন ২০১৮-কিম জন উন ডোনাল্ড ট্রাম্প বৈঠক।
- ১৯ জুন ২০১৮-UNHCR থেকে USA নিজেকে প্রত্যাহার করে।
- ২৪ জুন ২০১৮- সৌদি নারীদের উপর থেকে গাড়ি চালানোর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার।
- ৬ জুলাই ২০১৮- ২০-২১ সালকে মুজিব বর্ষ ঘোষনা।
- ৬ জুলাই ২০১৮- USA vs China বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু।
- ১৬ জুলাই ২০১৮- হেলসিংকিতে মিলিন হন ট্রাম্প ও পুতিন।
- ১৭ জুলাই ২০১৮- বিশ্বের বৃহত্তম বাণিজ্য চুক্তি করে EU vs Japan
- ১৯ জুলাই ২০১৮- ইসরাইলকে ইহুদি রাষ্ট্র ঘোষণা।
- ২৭ জুলাই ২০১৮- শতাব্দীর পুর্নগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ।
- ৩ আগস্ট ২০১৮- ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয় কলম্বিয়া।

- ৫ আগস্ট ২০১৮- ইন্দোনেশিয়ার লম্বক দ্বীপে ভয়াবহ ভূমিকম্প।
- ৭ আগস্ট ২০১৮- ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা পুর্নবহাল
- ১৮ আগস্ট ২০১৮- ইমরান খান শপথ নেন।
- ২৩ আগস্ট ২০১৮- চীনের ২৭৯ পন্যের উপর ২৫% শুল্ক আরোপ।
- ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮- শতবর্ষী বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন।
- ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮- পরীক্ষা মূলক কার্যক্রম শুরু করে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট।
- ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮- জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রীর ভাষন।
- ১ অক্টোবর ২০১৮- BD তে MNP সেবা চালু (৭২তম দেশ)।
- ২ অক্টোবর ২০১৮- হত্যাকান্ডের স্বীকার হন জামাল খাসোগী।
- ৪ অক্টোবর ২০১৮- কোটার পরিপত্র জারী।
- ১০ অক্টোবর ২০১৮- ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার রায়।
- ২০ অক্টোবর ২০১৮- খাসোগী হত্যা স্বীকার করে সৌদি।
- ১ নভেম্বর ২০১৮- দস্যু মুক্ত ঘোষণা করা হয় সুন্দরবনকে।
- ২৫ নভেম্বর ২০১৮- BREXIT চুক্তি অনুমোদন করে EU.
- ১ ডিসেম্বর ২০১৮- ৯০ দিনের জন্য বাণিজ্য যুদ্ধ স্থগিত।
- ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮- মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকর।
- ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮- একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন।
- ৩ জানুয়ারি ২০১৮- একাদশ জাতীয় সংসদ শপথ গ্রহণ।
- ৭ জানুয়ারি ২০১৯- একাদশ জাতীয় সংসদ মন্ত্রিসভার শপথ।
- ২১ জানুয়ারি ২০১৯- মন্ত্রিসভার ১ম বৈঠক।
- ৩০ জানুয়ারি ২০১৯- একাদশ সংসদের ১ম অধিবেশন।
- ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯- রাশিয়ার সাথে INF চুক্তি বাতিল।
- ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯- USA জরুরি অবস্থা জারী।
- ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯- চকবাজারে অগ্নিকান্ড।
- ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯- কিম বনাম ট্রাম্প হ্যানয়ে ২য় বৈঠক।